CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-295 ■ 4 August, 2025 ■ আগরতলা ৪ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৫তম জাতীয় অঙ্গদান দিবসে

অঙ্গদানে পিছিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে আসুন, আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। অঙ্গদান একটি মহৎ উদ্যোগ, যা অন্যের জীবন বাঁচাতে পারে। একজন মানুষের অঙ্গদানের মাধ্যমে ৮ থেকে ৯টি মানুষের জীবন বাঁচতে পারে। তাই অঙ্গদানের মতো মহৎ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

আজ ১৫তম জাতীয় অঙ্গদান দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে পতাকা নেড়ে ওয়াকথনের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, অঙ্গদানের মাধ্যমে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে বড় মানবসেবা আর কিছুই হতে পারেনা। অঙ্গদানের মাধ্যমে মানুষের সেই সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। একজন মানুষ মৃত্যুর পরেও তার কিডনি, লিভার, ফুসফুস, হার্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গদান করে অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অঙ্গদানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। মানুষ অঙ্গদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে না আসাই এর অন্যতম কারণ। তাই অঙ্গদানের বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে রাজ্যেই এখন কিডনি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার লিভার প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যেই ২০২৩ সালে স্টেট অর্গান এন্ড টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অঙ্গদানের ক্ষেত্রে মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। আজকের এই মহৎ দিনে সকল অঙ্গদাতাদের ও তাদের পরিবারের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা প্রমুখ।

বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার হলেই দু'দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে ঃ পরিবহনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লার রাজ্য সফরের পর আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সফরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ফলপ্রসু এবং সুদুরপ্রসারী কোন সিদ্ধান্ত বেড়িয়ে আসবে। আজ আগরতলায় এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে পরিবহন মন্ত্রী বলেন ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বানিজ্যিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত করতে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নিশিচন্তপুর রেল স্টেশন নির্মান করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বানিজ্যিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দুদেশের বানিজ্যিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন আগামীদিনে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার এলে দু দেশের সম্পর্ক আগের মতোই সুদৃঢ় হবে। উল্লেখ্য ভারতের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ আস্থা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে তিন দিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লা। সফরের প্রথম দিনে গতকাল তিনি আগরতলার ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) পরিদর্শন করেছেন। এরপর তিনি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এলপিএআই), অভিবাসন ও শুল্ক দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন। সেই বৈঠকে বিদ্যমান বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

রবিবার আগরতলা টাউন হলে জিটি ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ফেস্ট গ্লোরিয়াস ৭.১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক বর্ণাঢ্য সূচনা হল প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সম্মিলনের। ফেস্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, আগরতলার মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব কিরণ গিত্যে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে মুগ্ধ হয়ে অতিথিরা তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যা ঘিরে ছাত্রদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ। এদিন মঞ্চ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, "ভারত বিদ্বেষী একটি চক্রান্ত চলছে। যারা সীমান্ত ব্যবহার করে ত্রিপুরায় নেশা সামগ্রী পাচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।" মন্ত্রী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের স্বাস্থ্যখাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মানুষের কল্যাণে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জিটি ইনস্টিটিউটের এই ফেস্ট রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে বলে মনে করছেন অভিভাবক, শিক্ষক ও বিশিষ্টজনেরা।

রাজ্যপালের সঙ্গে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে আজ রাজভবনে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার এম. রিয়াজ হামিদুল্লা এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। আগরতলায় নিযুক্ত বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার আরিফ মোহম্মদও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন।

রোগীর পরিবার দ্বারা আক্রান্ত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রোগীর পরিবার দ্বারা আক্রান্ত হলেন চিকিৎসক। ঘটনা রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপিতে। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাত প্রায় তিনটা নাগাদ। আক্রান্ত চিকিৎসকের নাম লিটন দাস।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গতকাল রাত প্রায় তিনটা নাগাদ এয়ারপোর্ট থানাধীন নারায়ণপুর এলাকার বিমল সরকার নামে এক রোগীকে পরিবারের লোকেরা নিয়ে আসে হাসপাতালে। সে মদের সঙ্গে বিষ মিশে খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে জানিয়েছে চিকিৎসক। সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি চিকিতসা পরিষেবা দেওয়ার পরেও বিমল সরকারের সাথে আসা দুই যুবক চিকিতকের উপর চড়াও হয়। একটা সময় চিকিৎসকের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের ভেতরে চিকিৎসকের উপর এ ধরনের হামলার ঘটনায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও পরবর্তী সময় পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য দপ্তরে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ফের মন্দিরে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। চোরের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না মন্দিরও। ফের মন্ডিরের প্রনামী বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করে পালালো চোর। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বিলোনিয়া বনকর মহাশ্মশান সংলগ্ন মোহনগিরি সেবাশ্রমে হানা দেয় চোরের দল। মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে থাকা প্রনামী বাক্স ভেঙে বাক্সে থাকা টাকা নিয়ে যায় চোর। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে। স্থানীয়দের অনুমান, মন্দির প্রাঙ্গণে কিছু নেশাসেবনকারী প্রায়শই ঘোরাঘুরি করে, তারাই এই কান্ডটি সংঘটিত করেছে।

দায়িত্ব পালনে মানুষের সহযোগিতা চাইলেন উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৩ আগস্ট।। ধনপুর মন্ডল এর উদ্যোগে কাঠালিয়া কমিউনিটি হলে মন্ত্রী কিশোর বর্মনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় আজ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক জীবনে কোনদিন ভাবতেও পারিনি রাজ্যের মন্ত্রী হবো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব পাওয়ার পেছনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা ও রাজ্যের দলীয় সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের কৃতিত্বটাই তিনি তুলে ধরেন আলোচনায়।

তিনি আরো বলেন, গোটা রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি এবং উচ্চশিক্ষার দপ্তরের দায়িত্ব পালনে মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রয়োজন দলের নেতা কর্মীদের। সংবর্ধনা সভার-প্রথম পর্বের দলীয়ভাবে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের, বাণিজ্যিক এলাকার ব্যবসায়ী মহলের এবং কাঠালিয়া বিভিন্ন স্কুলগুলি তরফ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কর্মসূচি দ্বিতীয় পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, ধনপুরের মন্ডল সভাপতি বিপুল মজুমদার, সিপাহী জলার দক্ষিণাংশের জেলা সভাপতি উত্তম দাস, এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা সহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এছাড়া, অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বদের মধ্যে ছিলেন, কাঠালিয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবক অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রতন দেবনাথ, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন মিঠু রানী দাস। সমগ্র অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল যথেষ্ট আনন্দঘন ও বর্ণময়।

সংগীত শিল্পীর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। ত্রিপুরার খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী পরিতোষ সরকারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ১৭৪ কেজি শুকনো গাঁজা! রোববার মধুপুর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর যৌথ অভিযানে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে। অভিযানে হাতেনাতে ধরা পড়েন সংগীতশিল্পী স্বয়ং।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মধুপুর থানার অফিসার ইনচার্জ দেবজিত চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এবং টিএসআর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কোনাবন সীতাখলা এলাকার অভিযুক্ত শিল্পীর বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। বাড়ির একাধিক ঘর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় মোট ১৭৪ কেজি শুকনো গাঁজা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, পরিতোষ সরকার দীর্ঘদিন ধরেই গোপনে গাঁজার কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার গতিবিধি ও গোপন মজুত সম্পর্কে তথ্য থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নজরদারি চালাচ্ছিল। অবশেষে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সফল অভিযান চালিয়ে রবিবার সকালেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত সংগীতশিল্পী পরিতোষ সরকারকে মধুপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

২৩ আগষ্ট তিপ্রাল্যান্ড দিবসে র‍্যালী ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ২৩ শে আগস্ট তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবস উপলক্ষে আগরতলা আস্তাবল ময়দান থেকে এক র‍্যালির মাধ্যমে রাজ্যপালের নিকট দাবি সনদ তুলে দেবে আইপিএফটি।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা। তিনি বলেন, ২৩ আগস্ট ষষ্ঠ তপশিলি দিবস উপলক্ষে রাজ্যে তিপরাল্যান্ড দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবছর কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এবছর রাজ্যে এক রেলির মাধ্যমে দিনটি পালন করা হবে। তিনি আরো জানান, গত ২৯ জুলাই মেঘালয় রাজ্যের শিলং-এ এনএফএনএস -র একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে জনজাতিদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবিতে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি যন্তর মন্তরে একদিনের আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশনে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন আইপিএফটি প্রতিনিধি দল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত দাবী সনদ তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে দাবিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পূর্ব শত্রুতার জেরে অটোতে নাশকতার আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। খোয়াই উত্তর রামচন্দ্রঘাট মিতনাছড়া মুন্ডা বস্তি এলাকায় দুষ্কৃতিকারীরা অটোতে অগ্নি সংযোগ করে একটি অটো জ্বালিয়ে দিয়েছে। খোয়াই উত্তর রামচন্দ্রঘাট মিতনাছড়া মুন্ডা বস্তি এলাকার জিতেশ মুন্ডা গতকাল রাতে তার ঘরের বারিন্দার মধ্যে অটো রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি প্রায় বারোটা নাগাদ হঠাৎ দেখতে পায় ঘরের মধ্যে প্রচন্ড ধোয়া আসছে। তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে কে বা কারা তার অটোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সাথে সাথেই অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর পাঠান এবং থানাতেও খবর পাঠান। দমকল বাহিনীর গাড়ি না আসায় এলাকার লোকজন সহ নিজেরা জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন। গত তিন চার মাস আগে অতি দরিদ্র জিতেশ মুন্ডা এই অটোটি কিস্তিতে কিনে আনেন। গতকালকের এই ঘটনায় সে মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। কিভাবে সে জীবন যাপন করবে এবং অটোর বকেয়া টাকা মেটাবে দেবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অটোচালক। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

বন্ধুত্ব দিবসের উষ্ণতায় মাতোয়ারা ভারতবর্ষ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট।। আজ, আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার ভারতবর্ষজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে জাতীয় বন্ধুত্ব দিবস। সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির পাশাপাশি ভারতেও এই দিনটি বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও মজবুত করার দিন হিসেবে পালিত হয়। যদিও জাতিসংঘ নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস প্রতিবছর ৩০শে জুলাই পালিত হয়, ভারতীয় সংস্কৃতিতে আগস্টের প্রথম রবিবারের গুরুত্ব বরাবরই আলাদা। বন্ধুত্ব দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বহু মনীষী বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কথায় "একজন বন্ধু হলো সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে তোমার মতো করে জানে, তুমি কোথায় ছিলে তা বোঝে, তুমি যা হয়েছো তা গ্রহণ করে এবং তবুও, আলতো করে তোমাকে বেড়ে উঠতে দেয়।" অ্যারিস্টটল বলেছেন "বন্ধু হলো দুটি দেহে বাস করা একটি আত্মা।" বন্ধুত্বের এই আবেগ ও আন্তরিকতা আজকের দিনে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও বন্ধুর হাতে রঙিন ব্যান্ড বাঁধা হয়েছে, আবার কোথাও হাতে লেখা প্ল্যাকার্ডে ফুটে উঠেছে বন্ধুত্বের অমলিন বার্তা।

বন্ধুত্ব এমন এক সম্পর্ক, যা রক্তের নয়, তবু হৃদয়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। জীবনের সাফল্য হোক কিংবা ব্যর্থতা, আনন্দ কিংবা দুঃখপ্রতিটি মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার নামই বন্ধুত্ব। একসাথে বেড়াতে যাওয়া, পড়াশোনার চাপ ভাগ করে নেওয়া কিংবা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পাশে দাঁড়ানো এই সব কিছুতেই বন্ধুত্বের নিঃস্বার্থ রূপ পরিলক্ষিত হয়।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও বন্ধুত্ব দিবস পালনের চিত্র চোখে পড়ার মতো। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠনগুলিও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি স্মরণীয় করে তোলে।

বন্ধুত্বের এই উৎসবে আজ ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি বার্তাই বন্ধুত্ব থাকুক চিরসবুজ, সম্পর্ক থাকুক অটুট।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৪ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১৮ শ্রাবণ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নিঃশর্ত ভালবাসাই বন্ধুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাঁচিতে গেলে একে অপরের সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবার যেমন আমাদের জন্ম দেয়, তেমনি বন্ধু আমাদের জীবনের সহযাত্রী হইয়ো ওঠে। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, সাফল্যে-বিফলে বন্ধু পাশে থাকেন। প্রকৃত বন্ধুরা জীবনের অমূল্য রত্ন।এই দিনে মানুষ বন্ধুকে কার্ড, ফুল, উপহার, বার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করে। অনেকেই বন্ধুর হাতে বন্ধুত্বের ব্যান্ড বাধিয়া বন্ধনকে আরও মজবুত করে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বন্ধু দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা ছড়াইয়া পড়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। বন্ধু নির্বাচনে অবশ্যই সচেতন হইতে হইবে। কারণ ভুল বন্ধু আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করিতে পারে। সৎ, মেধাবী, সহানুভূতিশীল ও পরিশ্রমী বন্ধু জীবনে সাফল্যের দিশা দেখাইতে পারে। বন্ধুত্ব এমন এক সম্পর্ক, যাহা রক্তের নয়, হৃদয়ের বন্ধনে গাঁথা। বন্ধু দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়, এটি ভালোবাসা, সম্মান ও বন্ধন দৃঢ় করিবার এক মহৎ উপলক্ষ। তাই আসুন, এই দিনটিকে ব্যবহার করি আমাদের প্রিয় বন্ধুদের পাশে থেকে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে। বন্ধুত্ব দিবস বা ফ্রেন্ডশিপ ডে হইলো সেই দিন, যেদিন আমরা বন্ধুদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটাই। এটি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, জাতি বা সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং এটি সারা বিশ্বে বন্ধুত্বের সর্বজনীন বন্ধনকে উদযাপন করে। এই দিনটি আমাদের মনে করাইয়া দেয়, জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব কতখানি।বন্ধুত্ব হইলো এমন একটি সম্পর্ক, যাহা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, বিশ্বাস, এবং পারস্পরিক সম্মানের ওপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠে। জীবনের কঠিন সময়ে একজন বন্ধু পাশে থাকে, সাহস জোগায়। আবার আনন্দের মুহূর্তে সেই আনন্দকে বহুগুণ বাড়াইয়া তোলে। বন্ধুত্ব দিবসের ভাবনা শুধু একদিনের উদযাপন নয়, বরং এটি বন্ধুত্বের এই গভীর মর্মকে সারা বছর ধরিয়া লালন করিবার একটি অঙ্গীকার।বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বন্ধুত্ব দিবস বিভিন্ন সময়ে উদযাপিত হয়। ভারতে সাধারণত প্রতি বছর আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার এই দিনটি পালন করা হয়। এই দিনে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, উপহার দেওয়া, বা ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পরানো খুব জনপ্রিয়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই দিনটি বিশেষভাবে পালিত হয়, যেখানে মানুষ তাদের প্রিয় বন্ধুদের প্রতি তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে।জীবনের ব্যস্ততার মাঝে অনেক সময় আমরা প্রিয় বন্ধুদের থেকে দূরে চলে যাই। বন্ধুত্ব দিবস আমাদের সেই সুযোগ করিয়া দেয়, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করিবার।এই দিনে আমরা সেই বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যাহারা আমাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলিয়াছে।বন্ধুত্ব কোনো ভেদাভেদ মানে না। এই দিবসটি আমাদের শেখায় যে, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ বা সংস্কৃতির মানুষও বন্ধুত্বের মাধ্যমে এক হইতে পারে। বন্ধুত্ব দিবস আমাদের জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্বকে আবারও সামনে নিয়া আসে। এটি কেবল একটি দিন নয়, এটি একটি অনুভূতি যাহা আমাদের জীবনকে আরও সুন্দর করিয়া তোলে।

অসমে ১৭ সেপ্টেম্বর অরুণোদয় ৩.০ চালু, পাইলট প্রকল্প ”অরুণোদয় প্লাস”-এর ঘোষণা

গুয়াহাটি, ০১ আগস্ট: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার ”অরুণোদয় ৩.০” চালু করবে। রাজ্যের এই ফ্ল্যাগশিপ কল্যাণ প্রকল্পের নতুন পর্বে অসমে মোট ৪০ লক্ষ উপভোক্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর মধ্যে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর ৬ লক্ষ উপভোক্তা রয়েছেন, যেখানে বর্তমানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, অরুণোদয় প্রকল্পটি প্রথম ২০১৯ সালের বাজেটে চালু করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অরুণোদয় ২.০ শুরু হয়, যার মাধ্যমে ২৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছিলেন। অরুণোদয় ৩.০-তে সব উপভোক্তাকে আধার-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সূচনা উপলক্ষে অগাস্ট মাসে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রতিটি উপভোক্তার বাড়িতে গিয়ে একটি পুস্তিকা এবং একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পৌঁছে দেবেন।

শর্মা আরও একটি পাইলট প্রকল্প ”অরুণোদয় প্লাস”-এর ঘোষণা করেছেন। এই উদ্যোগের অধীনে, যে সব উপভোক্তা এলপিজি সিলিন্ডার কিনবেন, তারা অতিরিক্ত ২৫০ টাকা পাবেন। এর ফলে প্রকল্পের অধীনে মোট মাসিক সুবিধা বেড়ে দাঁড়াবে ১,২৫০ টাকা। চিঠির সঙ্গে এলপিজি সংযোগের জন্য একটি ফর্মও দেওয়া হবে। এই পাইলট প্রকল্পটি জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল মাসে বাস্তবায়িত হবে।

সরকারের লক্ষ্য হল এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলোর সহজলভ্যতা বাড়িয়ে পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে রবীন্দ্র-আদর্শে প্রাণিত সনজিদা খাতুনের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ

স্বপনকুমার মণ্ডল

গত সংখ্যার পর—অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসভাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে, বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতুনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী-অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে অবলম্বন কারে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী। সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন "ছায়ানট"। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে জাতির সেবায় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে তাঁর সত্যনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা ও নিজেকে উজাড় করা আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় এবং আজীবন সক্রিয়তা বাঙালির কাছে পরম শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেয়। সনজিদা খাতুনের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যেও তাঁর বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের অবিসংবাদিত ভূমিকা সে দেশের মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই আলোর গুরুত্ব জেগে ওঠে। সেখানে পরাধীন পূর্ব বাংলা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে সনজিদা খাতুনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ বাতিস্তম্ভটি মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের তীব্র প্রভাবে ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁর প্রয়াণে আরও ভয়ার্ত অমানিশা জেগে ওঠে, আবার তার মধ্যেই তাঁর গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির আলোর অভাববোধ আরও প্রকট মনে হয়।

সনজিদা খাতুনের নিরলস অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁর সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবারের অভিজাত জীবনের আলোয় অসামান্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথিতযশা স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কাজি নজরুল ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি তাঁর মুক্তমনা উদার প্রকৃতিকে সজীব করে রেখেছিল। সেদিক থেকে পারিবারিক ভাবেই নয় ভাইবোনের মধ্যে সনজিদার জীবন ধর্মীয়. গোঁড়ামিমুক্ত শিক্ষাশোভন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া পরিবারের মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার বনেদি পরিসরে তাঁর বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনে তার প্রভাব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাঁর ভাই কাজী আনোয়ার হোসেন ছিলেন স্বনামধন্য লেখক। আবার বাবার ঘর ছেড়ে একাকী যাঁর ঘরে গিয়ে সংসার পেতেছেন তাঁর ঘরেও ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত রাবীন্দ্রিক পরিসর। সনজিদার স্বামী ওয়াহিদুল হক (১৬ মার্চ ১৯৩৩-২৭ জানুয়ারি ২০০৭) সাংবাদিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক। তাঁরা প্রায় সমবয়সী (সনজিদা তাঁর চেয়ে মাসখানেকেরও কম ছোট, জন্ম ৪ এপ্রিল) দু'জনের মনেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুক্তির অনন্ত আকাশ। দুজনে মিলেই বাঙালি সত্তায় রবীন্দ্রনাথকে একাত্ম করতে সক্রিয় থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তার আন্দোলনে একজন নিষ্ঠাবান সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন। ভাষা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। সেক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবেই সনজিদার মন ও মননে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অকুতোভয় মনোভাবের নেপথ্যে তাঁর পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ তাঁকে সামনের দিকে লক্ষ্যভেদী করে তোলায় সনজিদার স্বকীয় ভূমিকা তাতে ব্রাত্য হয়ে পড়ে না, বরং আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ে তা আরও বনেদি আভিজাত্য লাভ করে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সনজিদার বয়স উনিশ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সেখানে পড়ার সময় সনজিদা বাংলার অধ্যাপকের রবীন্দ্র কবিতা পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তখনই তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য মনস্থির করেন। অন্যদিকে ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তিনি। রক্তাক্ত দিনের পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই ছেড়ে যাওয়া কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে সভা করে বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেখানেও সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশের সেই আন্দোলনমুখর দশকেই শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি শোনাতে হয়েছে সনজিদাকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র অনুরাগই তাঁকে ঢাকা কলেজে বাংলায় অনার্স করে (১৯৫৪) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রতীর্থে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করায় তীব্র আগ্রহী করে তুলেছিল।

সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় এম এ (১৯৫৫) ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবনার বিষয় নিয়ে পিএইচডি করা (১৯৭৮) ছিল তাঁর উত্তরণে সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সনজিদা রবীন্দ্রনাথকে যত জেনেছেন, ততই তাঁকে আপন করে যাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়াই তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ চলায় সক্রিয় করেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার উদার প্রকৃতির সবুজায়নে তাঁর জীবনব্রত বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী অভিযানও শুরু হয়েছিল ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের উদযাপনের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইডেন কলেজে সনজিদার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। এদিকে সরকারের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার উদ্যোগের মধ্যেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার অস্তিত্ব জাহির প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় মৌলবাদী অস্তিত্বে পাকিস্তান সরকারের বাঙালির আত্মপরিচয়কে নিঃস্ব করে দিয়ে রাজত্ব করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সোনার বাংলার বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সামিল হয়। সেখানে সনজিদার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তখন সরকারের রোষানল এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ অনুষ্ঠানে আতঙ্কিত পরিবেশ। এদিকে সনজিদা বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে এসে ইডেন কলেজের শিক্ষকতা শুরু করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার দায় অনেক। অথচ তার মধ্যেই মুক্তমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ "তাসের দেশ। নাটকের মঞ্চায়নে সময় গান করার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়ে সরকারের নজর এড়াতে তিনি মুখে রুমাল দিয়ে সে গান গেয়েছেন। ইডেন কলেজের পরবর্তীতে সনজিদা কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও জাতীয় অধ্যাপক হয়েও প্রতিকূলতার মধ্যেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে আয়োজন যখন প্রয়োজনে সামিল হয়, তখন আবেদন আরও গতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২৪ থেকে ২৭বৈশাখ চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের সাফল্যের ফলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের ছায়াতেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে, তার নাম ছায়ানট"। তার নেপথ্যে সনজিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই যে লক্ষ্য ছিল, তাঁকে সংগঠনটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার কথাতেই স্পষ্ট। সরকারি কলেজের চাকরি করায় তা নিতে না পারলেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবেও গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শেষ পর্যন্ত। অন্যদিকে ওয়াহিদুল হকের একটি স্কুল করার প্রস্তাবে সকলের চাঁদায় ১৯৬৩তে গড়ে ওঠে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন। তার দায়িত্ব ভার নেন সনজিদা। বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান হিসেবে "ছায়ানট"-এর ছায়া ক্রমশ বিস্তার লাভকরে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে। "ছায়ানট"কে কেন্দ্র করেই সনজিদার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতির মাধ্যমেই তাঁর বাঙালির জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার আয়োজনে "ছায়ানট" এর অতুলনীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য সাংস্কৃতিক ঐক্যেই পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৬৭-তে আয়ুব খানের আমলে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে সে বছরেই ১৫ এপ্রিল তথা পয়লা বৈশাখ ঢাকার রমনার বটমূলে "ছায়ানট" প্রথম নববর্ষ পালন করে। ১৯৭১ বাদে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নববর্ষ উদযাপনের সেই ধারা অক্ষুন্ন থাকে। বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় মেলে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে ছায়ানট'র পহেলা বৈশাখএর বীজ থেকেই তার মহীরূহ প্রকৃতি ১৯৮৯-এ আনন্দ শোভাযাত্রা থেকে ১৯৯৬ মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় পরিণতি ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে ২০১৬-তে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যে সনজিদা খাতুনের ধারাবাহিক প্রয়াসই অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর অমর একুশে'র আন্তজাতিক স্বীকৃতির নেপথ্যেও তাঁর পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। আসলে সনজিদা সচেতন ভাবেই রাজনীতিকে এড়িয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর পথের সারথি। এজন্য তাঁর বাণীকে হাতিয়ার করেই তাঁর পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কলকাতা থেকে শিল্পীসাহিত্যিকে ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংঘবদ্ধ করা থেকে সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার প্রয়াসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেমে থাকেনি, বরং তা আরও গতি লাভ করে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নৃশংস ভাবে খুন হলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আগে বাঙালির বিপন্ন অস্তিত্ব ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনায় যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পর সেভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় ঐক্যে বাঙালির সঙ্গে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস তীব্রতা লাভ করে। বাঙালির স্বাধীন দেশেও তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তার পথে মৌলবাদীদের ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই শুধু বাধা হয়ে ওঠেনি, তার অস্তিত্বকেই সমূলে বিনাশে সক্রিয়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরার সক্রিয় উদ্যোগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার আয়োজন চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় গিয়ে এক ভাষণে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকায় সমাজে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের প্রসাদধন্য বিত্তশালী সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তা ভালো ভাবে বুঝতে পেরে তার মোকাবিলায় প্রগতিশীল বাঙালি চেতনায় আরও বেশি স্বকীয় সত্তাকে আপন করে যাপন করার সচেতন প্রয়াস তীব্র হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সনজিদার সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও বেশি সক্রিয়তা লাভ করে ও দেশময় তার বিস্তারে লক্ষ্যভেদী প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ে। "ছায়ানট"-এর সাংস্কৃতিক পরিসর ক্রমশ বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে পৌঁছে যায়। ১৯৮১-তে জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে জেলা থেকে জাতীয় স্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গড়ে ওঠে, দেশময় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সনজিদার সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্বে অমানুষিক পরিশ্রম করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের প্রয়াসই বলে দেয় রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর আলোকদিশারি। অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরকে নানাভাবে বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকা নানা শাখা প্রশাখায় সম্প্রসারিত হয়। তাঁর ব্রতচারী সমিতি, আবৃত্তির জন্য "কণ্ঠশীলন" সংগঠন তার অনন্য অবদান। সেখানে বাঙালি তার স্বাধীন দেশেও স্বকীয় সত্তায় কেন পরাধীন, তার উত্তর সন্ধানেও সনজিদা রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথই তাঁর কালান্তর। প্রবন্ধ সংকলনের "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধে আত্মশক্তিতে দেশকে নিজের করে পাওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, "আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। সেক্ষেত্রে বাঙালির জাতিসত্তা বা তার অস্তিত্বেই আত্মশক্তির জাগরণ জরুরি। অথচ সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ। সেখানে ধর্মীয় ঐক্যে মানবিক সম্পর্কই ব্যাহত হয়,তার সাংস্কৃতিক চেতনাও বিপন্ন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কালান্তর" প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে লিখেছেন: যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না,সে-দেশ হতভাগ্য। সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁচাতে পারে। তা পারে না ভেবেই সনজিদা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালির সেই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে তার জাতিসত্তা গড়ে তোলায় আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। সনজিদার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন: "রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমার আসল কাজের ক্ষেত্র। বিশেষ করে, বাংলাদেশ বা বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ আমার উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র। সে কাজ করতে গিয়ে বাঁধা পেলে বা তাতে তীব্র আঘাত নেমে এলে তিনি থেমে থাকেনি, বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ২০০১-এ রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপনের সময় আকস্মিক ভাবে বোমাবিস্ফোরণে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অসংখ্য জন প্রাণ হারাণ। তাতে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বেরিয়ে আসে আমরা ত্রস্ত তবে সন্ত্রস্ত নই"। এতে তিনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠেননি, সাধারণ মানুষের মনে না পৌঁছানোর জন্য মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন। সে বছরেই তাঁর সেই অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নালন্দা'র পথচলা শুরু করে। অন্যদিকে রমনার বটমূলে ছায়ানট-এ তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল, তা তিনি আজীবন আগলে রেখেছেন। ২০০৭-এ ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর সনজিদাই সুস্থ অবস্থায় আজীবন "ছায়ানট"-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সেক্ষেত্রে বাঙালির আত্মশক্তির জাগরণে তাঁর অনিঃশেষ পথচলার লক্ষ্যেই ছিল বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা। বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সনজিদা বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন। বাঙালির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙালির স্বাধীন চেতনায় সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে ধর্মীয় ঐক্যের প্রাধান্য বিস্তার করে। সেখানে মৌলবাদী শক্তি শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করায় মেতে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রবল পরাক্রমশালী প্রতাপের বিরুদ্ধে সনজিদা খাতুনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী লড়াকু মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির মনে অক্সিজেন জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবনে দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র। গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার। তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি। সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম। *সমাপ্ত*

(যৌজন্যে-দৈ :স্টেটযম্যান)

> রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবন দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র। গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার। তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তার গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি। সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

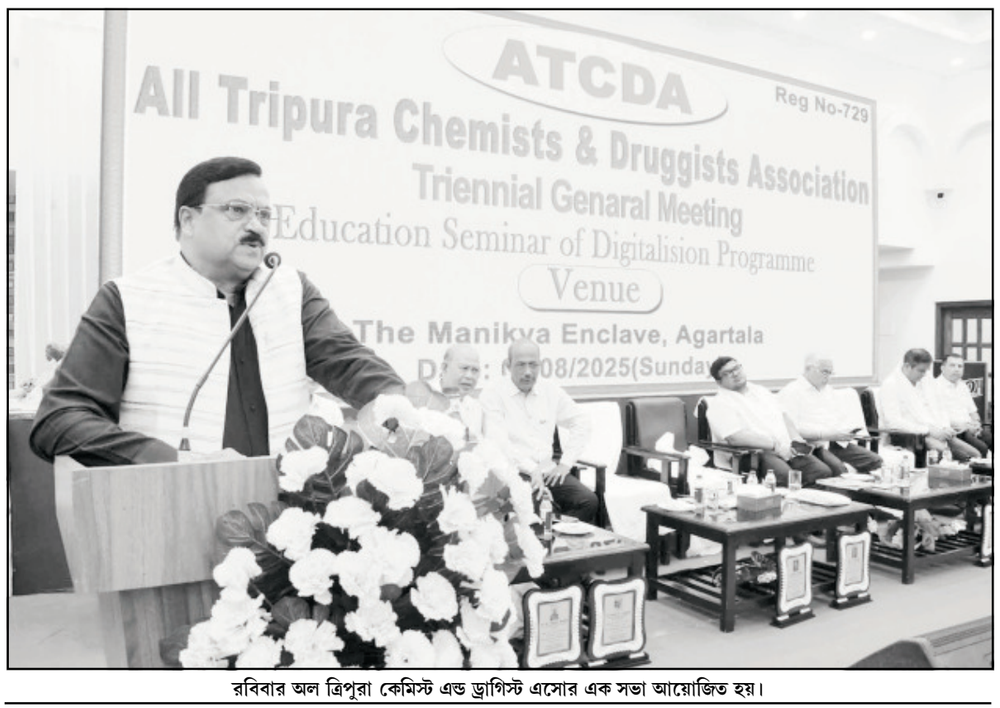

রবিবার অল ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোর এক সভা আয়োজিত হয়।

তেজস্বী যাদব দুটি ভোটার আইডি রাখার মাধ্যমে অপরাধ করেছেন, নির্বাচন কমিশনকে অপমানের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট:বিজেপি রোববার তীব্রভাবে অভিযুক্ত করেছে যে, বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব দুটি ভোটার আইডি রাখার মাধ্যমে এক ধরনের অপরাধ করেছেন। দলের বক্তব্য, তেজস্বী যাদব নির্বাচনী প্রেস কনফারেন্সে যে ইপিআইসি নম্বর উল্লেখ করেছিলেন তা তার অফিশিয়াল ভোটার আইডি নম্বরের থেকে ভিন্ন। এই অভিযোগে বিজেপি যাদবকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং তার পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্যও করা হয়েছে।
এই ঘটনা ঘটার পর একদিনেই নির্বাচন কমিশন যাদবের দাবিকে খণ্ডন করে জানায় যে, তার নাম বিহারের ড্রাফট ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েনি। যাদবের এই দাবি প্রসঙ্গে বিজেপি এবার তাদের আক্রমণ আরও তীব্র করেছে এবং তাকে মিথ্যা দাবি করার জন্য দায়ী করেছে। বিজেপি অভিযোগ করেছে যে, এই ধরনের মিথ্যা দাবি নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অপমান করার প্রয়াস হিসেবে করা হয়েছে।
বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র এক প্রেস কনফারেন্সে তেজস্বী যাদবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কংগ্রেস এবং আরজেডি একেবারে উদঘাটিত হয়েছে। তেজস্বী যাদব কি শপথ গ্রহণে মিথ্যা বলেছিলেন? তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে ভুল তথ্য পেশ করেছেন?' পাত্র আরও বলেন, '২০২০ সালে তেজস্বী যাদব যে ভোটার আইডি নম্বর জমা দিয়েছিলেন, সেটি তার শনিবারের দাবি করা ইপিআইসি নম্বরের থেকে আলাদা।'
বিজেপি নেতারা দাবি করেছেন যে, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের কাছে দুটি ভিন্ন ভোটার আইডি নম্বর থাকার কারণে এটা প্রমাণিত হয় যে তার দলের সদস্যরা একাধিক জায়গায় ভোট দিয়ে নিজেদের সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করছে। পাত্র বলেন, 'এটি ভোট কারচুপির একটি প্রমাণ। যদি একটি বড় দলের নেতা এমন কাজ করেন, তাহলে তার দলের কর্মীরা কী করবে?'
সম্বিত পাত্র তেজস্বী যাদব এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে মিথ্যা দাবির জন্য দায়ী করে বলেন, 'তারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মানহানি করছে এবং দেশের মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে। তারা তাদের পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য রাজনীতি ব্যবহার করছে, দেশের স্বার্থ নয়।'
পাত্র আরও বলেন, 'যদি একজন বড় নেতা দুটি ভোটার আইডি রাখেন, তাহলে তার দলের কর্মীরা কোথায় গিয়ে ভোট দিবে? তারা দুই জায়গায় ভোট দিয়ে নিজেদের সমর্থন বাড়াবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি একে 'ভোট কারচুপির চেষ্টা' বলে মন্তব্য করেন।
এদিকে, তেজস্বী যাদব শনিবার দাবি করেছিলেন যে, তার নাম বিহারের ড্রাফট ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং নির্বাচন কমিশন তার নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত না করলে তিনি প্রতিকার চেয়ে আদালতে যাবেন। যাদব একে 'ইপিআইসি নম্বরের পরিবর্তন' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং দাবি করেন, তার ইপিআইসি নম্বরটি গত কয়েক বছর ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দেয় যে, তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েনি এবং তার তথ্য সঠিক।
পাত্র বলেন, 'গান্ধী এবং যাদবের কাজ হচ্ছে দেশকে রক্ষা করা নয়, বরং নিজেদের পরিবারের রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করা।' তিনি বলেছিলেন যে, 'এরা দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে যাতে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমাতে পারে।'
এছাড়া, পাত্র কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং তেজস্বী যাদবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সরাসরি অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, 'যারা দেশ এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন না, তারা কখনই জাতির জন্য ভাল কাজ করতে পারেন না।'
পাত্র ওই দিন এনসিপি নেতা শারদ পওয়ারের দলীয় নেতা জিতেন্দ্র আহওয়াদ কর্তৃক সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে করা একটি মন্তব্য নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান। আহওয়াদ সম্প্রতি সনাতন ধর্মকে ভারতের জন্য ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেছিলেন, যা বিজেপি নেতাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।
পাত্র বলেন, 'সনাতন ধর্মই হচ্ছে সত্য, এবং যা আহওয়াদ বলেছেন তা শিব ও সত্যের প্রতি অবমাননা।' তিনি শারদ পওয়ার এবং তার মেয়ে, লোকসভার সদস্য সুত্রিয়া সুলে''র কাছে জানতে চান, আহওয়াদ যে মন্তব্য করেছেন তা কি দলের অবস্থান, নাকি তার ব্যক্তিগত মতামত?
এছাড়া, কংগ্রেস নেতা মণী শংকর আইয়ারের মন্তব্য নিয়েও বিজেপি পাল্টা তোপ দাগে। আইয়ার পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'পাহালগাম হামলার সাথে পাকিস্তানকে যুক্ত করতে ভারত কোনও প্রমাণ হাজির করতে পারেনি।'
এ প্রসঙ্গে পাত্র বলেন, 'বিভিন্ন কংগ্রেস নেতা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে মন্তব্য করে চলেছেন, যা দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে।'
বিজেপি মনে করে, তেজস্বী যাদবের 'ভোটার আইডি নিয়ে মিথ্যাচার' আরজেডি দলের জন্য বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। পাত্র বলেছেন, 'এই মিথ্যাচারের পরিণতি হবে আরজেডি'র পরাজয়। বিহারের আসন্ন নির্বাচনে দলের ভরাডুবি হবে।'
তেজস্বী যাদবের ভোটার আইডি নিয়ে বিতর্ক আর নির্বাচন কমিশনের প্রতি আক্রমণ বিজেপি এবং আরজেডি'র মধ্যে নতুন রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনগুলোতে এই বিতর্ক রাজনীতির মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলবে এবং বিরোধী দলগুলো এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে।

সিকিমের ৩২,০০০ এরও বেশি কৃষক পেলেন পিএম-কিষাণ প্রকল্পের ২০ তম কিস্তি

গ্যাংটক, ৩ আগস্ট: সিকিমের ৩২,১৯০ এরও বেশি কৃষক পেলেন প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের ২০ তম কিস্তি। এই কিস্তি দেশের কৃষকদের জন্য একটি বড় আর্থিক সহায়তা হিসেবে এসেছে, যার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকারের এ ধরনের কৃষকবান্ধব পদক্ষেপ কৃষি খাতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, বিশেষ করে সিকিমের মতো সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ি অঞ্চলের কৃষকদের জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
পিএম-কিষাণ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৯.৫৩ কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২০,৫০০ কোটি টাকা স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এতে প্রতিটি কৃষককে বছরে ৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়, যা তিনটি সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তিতে ২,০০০ টাকা) তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছায়। এই অর্থ কৃষকদের তাদের চাষাবাদে ব্যবহৃত বীজ, সার, সেচ, এবং কৃষিযন্ত্রপাতি কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রকল্পটি কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক এবং তাদের প্রতি সরকারের সহানুভূতিশীল মনোভাবের প্রতিফলন।
সিকিমে কৃষকদের জন্য এই ২০ তম কিস্তির গুরুত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। আগের কিস্তির তুলনায় এই কিস্তির উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩২,১৯০ জনে পৌঁছেছে, যা সরকারের বৃদ্ধি পাওয়া কাভারেজ এবং পৌঁছানোর সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। সিকিম রাজ্যের সমস্ত ছয়টি জেলার কৃষকরা এই অর্থ সহায়তা গ্রহণ করেছেন, এবং তারা অনলাইনে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।
নমচি জেলার এক কৃষক, যিনি অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলেন, তিনি বলেন, 'পিএম-কিষাণ প্রকল্প আমাদের জন্য এক জীবনদায়ী সমর্থন। এটি আমাদের চাষাবাদে বিনিয়োগের জন্য আত্মবিশ্বাস প্রদান করে। আমাদের এই অর্থটি কেবল আমাদের বর্তমান কৃষি কার্যক্রমেই নয়, ভবিষ্যতে আমাদের আরও উন্নত কৃষিকাজের জন্যও সহায়ক।'
পিএম-কিষাণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তরের সুবিধা হল যে এটি মধ্যস্থতাকারীদের দূর করে দেয় এবং সমস্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে। এই সরাসরি অর্থ স্থানান্তর কৃষকদের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, এবং তাদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। এই প্রকল্পটি শুধু কৃষকদেরই নয়, দেশের কৃষি খাতকে আরও শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।
এছাড়াও, সরকার কৃষকদের জন্য আরও অনেক প্রকল্প চালু করেছে, যেমন পিএম-ফসল বিমা যোজনা যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে, মাটি স্বাস্থ্য কার্ড প্রকল্প যা বৈজ্ঞানিক মাটি পরীক্ষা প্রবর্তন করে আরও ভালো ফলন অর্জন করতে সহায়তা করে, ই-নাম (ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচার মার্কেট) যা ডিজিটাল বাজারের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করে, এবং কিষান ক্রেডিট কার্ড যা কৃষকদের সহজ এবং সাশ্রয়ী ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করে।
বিজেপি যুব মোর্চার সিকিম শাখার ইন-চার্জ লালিত পোখরেল শর্মা এই প্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ''পিএম-কিষাণ শুধু একটি প্রকল্প নয়; এটি আস্থার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'অন্ত্যোদয়' ভাবনা, অর্থাৎ 'শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর' লক্ষ্য সিকিমের যুবকদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার সিকিমের কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটানোর জন্য তাদের সহায়তা করছে।''
এছাড়াও, এই প্রকল্পটি 'বিকশিত ভারত @২০৪৭' লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে, যেখানে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সিকিম, যেটি তার জৈব কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিত, সেখানে এই ধরনের সময়মতো আর্থিক সহায়তা কৃষি ক্ষেত্রে আরও স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
পিএম-কিষাণ প্রকল্পের ২০ তম কিস্তি সিকিমের কৃষকদের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এটি সরকারের কৃষকদের প্রতি অবিচলিত সহানুভূতি এবং তাদের উন্নতির জন্য বাস্তব পদক্ষেপের পরিচায়ক। কৃষি খাতের উন্নতির জন্য সরকার অন্যান্য প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যে সহায়তা প্রদান করছে, তা দেশের কৃষকদের জীবনযাত্রা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে। পিএম-কিষাণ, কৃষকদের আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদাকে আরও উচ্চতর করবে এবং একটি শক্তিশালী গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তুলবে।

মিজোরামে একাধিক মাদক অভিযান, ৩৫০ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, এক গ্রেফতার

আইজল, ৩ আগস্ট : মিজোরামে পুলিশ গত ১ আগস্ট এক বিশাল মাদক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার মূল্যমানের ক্রিস্টাল মেথএমফিটামিন এবং হেরোইন উদ্ধার করেছে। এটি রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মাদক চালান ধরা পড়ার ঘটনা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
অভিযানটি পরিচালিত হয় আইজল শহরের কাছাকাছি, জেমাবক ও সেলিং এলাকার মধ্যে। পুলিশ জানায়, এক গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মিজোরাম পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিনস্পেশাল ব্রাঞ্চ) এবং স্পেশাল নারকোটিক পুলিশ স্টেশনের যৌথ দলটি ১ আগস্ট এই অভিযানটি পরিচালনা করে।
জয়েন্ট টিমটি একটি আইজল-গামী পিকআপ ট্রাক আটক করে, যা মিথুন (একটি স্থানীয় গবাদি পশু) নিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটির মধ্যে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা ছিল ২০.৩০৪ কেজি ক্রিস্টাল মেথএমফিটামিন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি, ১.৬৫২ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যা ১২৮টি সাবান কেসে লুকানো ছিল। এই হেরোইনের মূল্য প্রায় ৪৯.৫৬ লাখ টাকা।
এ বিষয়ে, গাড়ির চালক বিএলালথাজুয়ালা (৪৫), যিনি আইজলের রিপাবলিক মৌল ভেংয়ের বাসিন্দা, তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদক পরিবহণের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১৯৮৫ সালের নর্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স অ্যাক্টের অধীনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যগুলি রাজ্যে মাদক পাচারের বড় একটি চক্রের অংশ হিসেবে শনাক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে, আরও তদন্ত শুরু হয়েছে এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।
এদিকে, মিজোরাম পুলিশ এবং অসম রাইফেলস যৌথভাবে একটি বড় মাদক উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ৩৪১.১২ গ্রাম হেরোইন নং ৪ উদ্ধার করেছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২.৫৫ কোটি টাকা। এই অভিযানে চারজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গোপন সূত্রের মাধ্যমে মিজোরাম পুলিশ ও অসম রাইফেলস যৌথভাবে একটি মোবাইল ভেহিকল চেকপোস্ট (এমভিসিপি) স্থাপন করে। ১ আগস্ট সন্ধ্যায়, ৭:৪৫ নাগাদ, নিরাপত্তা বাহিনী একটি সন্দেহজনক গাড়ি আটক করে, যা হ্নাথিয়াল থেকে লুংল্লে এবং লওংটলাই যাওয়ার পথে ছিল।
গাড়িটির তল্লাশি করে, ৩৪১.১২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। চারজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে ছিলেন, তারা গাড়ির ভিতরে উপস্থিত ছিল এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।
উদ্ধারকৃত মাদক ও গ্রেফতারকৃতদের লুংল্লে পুলিশ স্টেশনে হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে আরও তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এর আগে, ৩০ জুলাই, অসম রাইফেলস একটি পৃথক অভিযান চালিয়ে মিজোরামের চামফাই জেলার ঝোতে এলাকায় ১১.১১০ কেজি মেথএমফিটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৩.৩৩ কোটি টাকা।
অসম রাইফেলস জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তারা ঝোতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন, ১১.১১০ কেজি মেথএমফিটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যা পরে চামফাইয়ের এক্সাইজ ও নারকোটিকস ডিপার্টমেন্টের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মিজোরাম এবং অসম রাইফেলসের এই যৌথ অভিযানগুলি রাজ্যে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এক শক্ত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানায়, মিজোরামে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান আরও বাড়ানো হবে এবং এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সঙ্গতি এবং একটি সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা মাদক পাচারের রুটগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।
এছাড়া, মিজোরাম পুলিশ মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আরও কড়া আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, যাতে রাজ্য থেকে মাদক চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়।

আসাম পুলিশের কঠোর পদক্ষেপ: তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করতে ফেরত পাঠানো

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট : আসাম পুলিশ আজ (৩ আগস্ট) সকালে শ্রীভূমি সীমান্তে তিনজন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠানোর কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক টুইট বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ''এদিন ভোরে শ্রীভূমি সীমান্তে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিককে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে চেষ্টার সময় ফেরত পাঠানো হয়েছে।''
এদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী তার টুইট বার্তায় একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যাতে ওই তিনজনের মধ্যে একজন মহিলার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
এছাড়াও, আসামের গৌরীপুর পুলিশ একটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। গৌরীপুরে খুদিমারি পার্ট-১ গ্রামে সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীদের আটক করা হয়েছে। অভিযানের সময় দুইজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও যোগাযোগের যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সমর শর্মার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটি এয়ারগান, একটি ৫.৫৬ মিমি অ্যামোনিশন কনটেইনার, একটি 'মাউজার' ধরনের পিস্তল (যা পাখি শিকার করতে ব্যবহৃত হয়) এবং তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে, যা অবৈধ যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হতো।এ ঘটনাগুলি আসাম পুলিশের অবিচলিত সংগ্রাম ও কঠোর পদক্ষেপের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যা রাজ্যকে মাদক ও অবৈধ কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে চলমান।

দিল্লিতে নর্থইস্ট ছাত্রদের ছুরিকাঘাত: তিনজন গ্রেপ্তার

নতুন দিল্লি, ৩ আগস্ট ২০২৫: দিল্লির বিজয় নগর এলাকায় নর্থইস্টের দুই ছাত্রকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় দুই পুরুষ এবং এক কিশোর গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছিল ৩১ জুলাই ভোর ৪টার দিকে।
হামলার শিকার দুই ছাত্র, জেরি এবং শেপার্ড, উভয়েই মণিপুরের বাসিন্দা এবং দিল্লিতে পড়াশোনা করতে এসেছিলেন। তারা একটি দোকান থেকে পানি কিনতে গিয়েছিলেন, তখনই চারজন বাইকচালক তাদের কাছে এসে ঝগড়া শুরু করে। ঝগড়ার সময়, একজন আক্রমণকারী জেরিকে পেটে এবং শেপার্ডকে পিছনে ছুরিকাঘাত করে। তাদের এক বন্ধু তড়িঘড়ি করে তাদের বারাহিন্দু রাও হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলায় ছাত্রদ্বয় গুরুতর আহত হন।
ঘটনার পর মডেল টাউন থানায় একটি মামলা রুজু হয় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা, কল ডিটেইল রেকর্ড বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় সূত্রের মাধ্যমে সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করার চেষ্টা করে। তদন্তের পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই জন অভিযুক্ত, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ কাশ্যপকে গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও এক কিশোরকে আটক করা হয়।
দিল্লি পুলিশের (উত্তর-পশ্চিম) ডেপুটি কমিশনার ভীষণ সিং বলেছেন, 'কৃষ্ণ এবং কাশ্যপের বিরুদ্ধে আগের কোনও অপরাধমূলক মামলা নেই। তারা জিজ্ঞাসাবাদে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে।' তদন্তকারী অফিসার আরও জানান, ঘটনার সাথে জড়িত চতুর্থ অভিযুক্তের পরিচয় এখনও স্পষ্ট হয়নি, এবং তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
এই হামলার ঘটনাটি দিল্লিতে নর্থইস্টের ছাত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে, এবং পুলিশ প্রশাসন তদন্তে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শশী থারুরের প্রতিক্রিয়া: রাহুল গান্ধীর ট্রাম্পের মন্তব্যে সমর্থন নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার

নতুন দিল্লি, ৩ আগস্ট : কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত মন্তব্যে রাহুল গান্ধীর সমর্থন নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর হয়তো নিজের 'কিছু কারণ' ছিল এমন মন্তব্য করার, তবে ভারতের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
থারুর বলেন, 'আমি আমার দলনেতার মন্তব্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তবে আমার উদ্বেগ হলো, আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করছি। এই সম্পর্ক যদি কমে যায়, তবে আমাদের জন্য তা বড় ক্ষতি হবে।'
তিনি আরও বলেন, 'আমাদের আলোচক দলকে শক্তি দেবে এমন একটি চুক্তি করার জন্য সমর্থন করা উচিত। একই সঙ্গে, আমাদের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে, যাতে মার্কিন বাজারে কিছুটা ক্ষতি হলে তা পূর্ণ করা যায়।'
রাহুল গান্ধী, বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের ওই মন্তব্যে একমত হয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ট্রাম্প সঠিক। প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী ছাড়া সবাই জানে যে ভারতীয় অর্থনীতি ''মরা''। বিজেপি আদানির জন্য অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে।'
ট্রাম্প তাঁর সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ বুধবার এ মন্তব্যটি করেন, যেখানে তিনি ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন এবং রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে অতিরিক্ত শাস্তির হুমকি দেন।

রবিবার গোটা রাজ্যে বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস পালিত হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আমের অদ্ভুত কিছু নাম

ফলের রাজা আম! শুধু সুস্বাদু নয়, আমে রয়েছে পুষ্টিগুণও! আমে ভরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। বর্তমানে আমের মরশুম প্রায় শেষের দিকে। তবে এই ফল খাওয়ার লোভ ফলের রাজা আম! শুধু সুস্বাদু নয়, আমে রয়েছে পুষ্টিগুণও! আমে ভরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। বর্তমানে আমের মরশুম প্রায় শেষের দিকে। তবে এই ফল খাওয়ার লোভ সামলানো বেজায় কঠিন। আমে রয়েছে ভিটামিন এবং খনিজও। আম খেলে যেমন শরীর ভাল থাকে তেমন ত্বকও ভাল থাকে। আমের মরশুমের শুরুর দিকের বহু আমই এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বাঙালির প্রিয় আম! যে আম ই পাচ্ছেন, সেটাই খাচ্ছেন। একটু বেশিও খাচ্ছেন হয়ত। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ল্যাংড়া, চৌসা, বোম্বাই, আম্রপালি, ইত্যাদি। গোটা দেশ জুড়ে একশোরও বেশি ধরণের আম পাওয়া যায়। বহু উৎকৃষ্ট আমের নাম শুনলেই অবাক হতে হয়। আজ বিশ্ব আম দিবস। জেনে নিন ৬ টি আমের নাম, যা শুনলে অদ্ভুত লাগে। ভারতে পাওয়া শত শত আমের জাতের মধ্যে, কিছু জাতের নাম আলাদা করে তুলেছে তাদের অদ্ভুত নাম, যার প্রতিটিরই একটি মনোরম গল্প রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই এগুলো শুনেছেন, এমনকি চেষ্টা করে দেখেছেন, কিন্তু প্রায়শই ভাবছেন কেন এই অবাক করা নাম?!

১. তোতাপুরি - দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে সাধারণ আমগুলির মধ্যে একটি। তোতাপুরি --- এই নামকরণ করা হয়েছে এর ঠোঁটের মতো ডগা থেকে। তোতা মানে টিয়া বা তোতা পাখি এবং পুরি মানে আকৃতি, তাই "তোতাপাখির আকৃতি"। এর টক স্বাদ এটিকে মিষ্টান্নের চেয়ে আচার এবং রসের জন্য আদর্শ করে তোলে।

২. ল্যাংড়া - বারাণসীর ল্যাংড়া আমের একটি ইতিহাস রয়েছে। লোককথা অনুসারে, একজন কৃষক যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন (হিন্দিতে ল্যাংড়া মানে 'খোঁড়া') তার বাড়ির উঠোনে এই জাতের আম রোপণ করেছিলেন। আমটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, স্থানীয়রা এটিকে কেবল ল্যাংড়া ওয়ালা আম (খোঁড়া মানুষের আম) বলে ডাকতে থাকে এবং নামটিই থেকে যায়। দুর্ভাগ্যজনক নামটি শোনালেও, ল্যাংড়া তার পাতলা খোসা এবং অনন্য টক স্বাদের জন্য মূল্যবান।

৩. সিন্ধ্রি - পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ রফতানি পণ্য সিন্ধ্রি, সিন্ধু প্রদেশের। যদিও নামটি নিজেই অদ্ভুত নয়, এর পেছনের গল্পটি আকর্ষণীয়। মূলত মিরপুর খাসের কাছে সিন্ধ্রি গ্রামে জন্মানো, এটি আঞ্চলিক পরিচয়ের এতটাই সমার্থক হয়ে ওঠে যে স্থানীয়রা এটিকে আমের রানী বলে ডাকে। এর সোনালী রঙ এবং মধুর মতো মিষ্টি এটিকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দেয়। **৪. আলফোনসো** - ভারতের একজন পর্তুগিজ জেনারেল এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসক আফনসো ডি আলবুকার্কের নামানুসারে নামকরণ করা, আলফোনসো আমকে বিশ্বের সেরা আমগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পর্তুগিজ উদ্যানতত্ত্ববিদরা গ্রাফটিং কৌশল চালু করেছিলেন বলে মনে করা হয় যা এই উন্নত জাতের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল। সময়ের সাথে সাথে, স্থানীয় নাম আফস আলফোনসোতে রূপান্তরিত হয়, যা এর ঔপনিবেশিক উৎপত্তিকে চিহ্নিত করে।

৫. দশেরী - আঠারো শতকে লক্ষ্ণৌর কাছে দশেরি নামক একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে দশেরীর উৎপত্তি। স্থানীয়রা দাবি করেন যে মাতৃ গাছটি আজও বিদ্যমান। লক্ষ্ণৌর নবাব এর সুগন্ধ এবং স্বাদে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি রাজকীয় বাগানে এর চাষ শুরু করেছিলেন। নামটি এর শিকড়ের সরলতা বহন করে, ফলের জন্মস্থানের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। **৬. ইমাম পাসান্দ** - একটি বিরল রত্ন, ইমাম পাসান্দ (যার অর্থ "ইমামের প্রিয়") রহস্যের আবহ বহন করে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এটির নামকরণ করা হয়েছিল একজন রাজকীয় ইমামের নামে যিনি এই জাতটি পছন্দ করতেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে "পাসান্দ" (যার অর্থ পছন্দ) তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশের রাজপরিবারের সদস্যদের একচেটিয়া ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। এর বিশাল আকার এবং জটিল স্বাদ এটিকে আমপ্রেমীদের কাছে একটি গোপন রহস্য হিসেবে ধরে রেখেছে।

চিয়া সিড সম্পর্কে দশটি তথ্য

স্বাস্থ্য সচেতনদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় চিয়া বীজ। উপকারী এই বীজে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নিয়মিত চিয়া বীজ খেলে হজম ভালো হয়, কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সর্বোপরি ভালো থাকে হার্টের স্বাস্থ্য। সুপারফুড হিসেবে জনপ্রিয় চিয়া বীজ আমাদের পানিশূন্যতা রোধ করে। ফাইবারে পরিপূর্ণ ছোট্ট এই বীজ প্রদান করে প্রোটিনও। তবে চিয়া বীজ স্বাস্থ্যের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। বিশেষ করে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া হলে। জেনে নিন চিয়া বীজ সম্পর্কে ১০ তথ্য।

১. হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একটি রিপোর্ট বলছে, প্রতিদিন ২৮ গ্রাম অথবা ২ থেকে ৩ টেবিল চামচ চিয়া সিড খাওয়া যেতে পারে। সুস্থ থাকতে এটি নানাভাবে আপনাকে সাহায্য করবে। ইউএসডিএ ন্যাশনাল নিউট্রিয়েন্ট ডাটাবেস অনুসারে, এক আউন্স (প্রায় দুই টেবিল চামচ) চিয়া বীজে রয়েছে ১০ গ্রাম ফাইবার, ৪ গ্রাম প্রোটিন, ৯ গ্রাম স্বাস্থ্যকর চর্বি, দৈনন্দিন চাহিদার ১৮ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ৩০ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম ও ২৭ শতাংশ ফসফরাস।

২. আমেরিকান ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পরিমাণ মতো চিয়া বীজ খেলে টাইপ ২ ডায়াবেটিসসহ অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূল প্রাপ্তবয়স্কদের কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি কমে। ইউরোপীয় জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় বলছে, চিয়া বীজ উচ্চ রক্তচাপযুক্ত ব্যক্তিদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৩. চিয়া সিডের পুষ্টিগুণ পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখাই যথেষ্ট। ১ টেবিল চামচ চিয়া বীজ ৩ টেবিল চামচ দুধ বা জলেতে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই এগুলো পর্যাপ্ত তরল শোষণ করে নেবে। স্মুদি, দই বা ওটসের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন এই চিয়া বীজ। তবে শুধু চিয়া- জল না খেয়ে অন্য কোনও রেসিপিতে চিয়া বীজ যোগ করতে চাইলে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। আধা ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত চিয়া সিড ভিজিয়ে রাখলে এটি আরও বেশি পানি শোষণ করে আরও নরম হবে। চিয়া-পুডিং বা এ ধরনের ঘন কিছু বানিয়ে খেতে চাইলে এই নরম বীজই আদর্শ।

৪. সকালে খালি পেটে চিয়া বীজ ভেজানো পানি খেতে পারেন। এতে মেটাবোলিজম বাড়বে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকবে।

৫. রাতের খাবার শেষে চিয়া সিড খেলে হজমের সমস্যা দূর হয়। অ্যাসিডিটিও নিয়ন্ত্রণ করে এটি।

৬. চিয়া বীজ আমাদের ভেতর থেকে হাইড্রেট করে। ভেজা চিয়া বীজ জলেতে তাদের ওজনের ১০-১২ গুণ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। ভিজে তারা একটি জেল তৈরি করে যা ধীরে ধীরে শরীরে আর্দ্রতা ছেড়ে দেয়। এই কারণেই ক্রীড়াবিদরা ওয়ার্কআউটের আগে চিয়া পানীয়তে চুমুক দেন। এটি হাইড্রেশন এবং ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৭. প্রোটিনের চমৎকার উৎস চিয়া বীজ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ এই বীজ শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। চিয়া বীজ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮. চিয়া বীজ ক্যালোরি সমৃদ্ধ। ফলে চিয়া বীজের জল পান করলে ক্যালোরি গ্রহণ করা হয়। যদি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয় বা যদি অন্যান্য ক্যালোরিযুক্ত খাবার বা পানীয়গুলোতে চিয়া বীজ যোগ করা হয়, তবে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যায়। অত্যধিক ক্যালোরি গ্রহণ এড়াতে এটি পরিমিত খাওয়া জরুরি।

৯. চিয়া বীজে নয়টি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে।

১০. চিয়া সিড খাওয়ার ব্যাপারে কিছু সাবধানতাও মেনে চলতে হবে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিয়া সিড খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে। চিয়া বীজ তাদের ওজনের ১২ গুণ পানি শোষণ করতে পারে। ফলে এগুলো পেটে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়। এটি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হলে পেট ফাঁপতে পারে বা পেটে ব্যথা হতে পারে।

চুল নরম ও সিল্কি করার দশটি ঘরোয়া প্যাক

শুষ্ক ও রুক্ষ চুল যেমন প্রাণহীন দেখায়, তেমনি ভেঙে যায় ও ঝরেও পড়ে দ্রুত। চুলের রুক্ষতা দূর করতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি মনোযোগ দিতে পারেন ঘরোয়া যত্নের উপরেও। জেনে নিন চুলের রুক্ষতা দূর করতে কোন কোন হেয়ার প্যাক ব্যবহার করবেন। ১. সমপরিমাণ আমন্ড অয়েল, অলিভ অয়েল, জোজোবা অয়েল ও নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে কুসুম গরম করে নিন। তেলের মিশ্রণ চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে রাখুন। ৩০ মিনিট পর মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলুন। ২. ২ চা চামচ মেথি সারারাত ভিজিয়ে রাখুন পানিতে। পরদিন বেটে সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে চুলে লাগান। আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। শেষে রিঠা ভেজানো পানিতে চুল ধুয়ে নিন। ৩.ডিমের কুসুমের সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে চুলে লাগান। আধা ঘণ্টা পর ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৪.দুটি ডিম ফেটিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান এক টেবিল চামচ মধু ও ২ টেবিল চামচ টক দই। প্যাকটি ভালো করে চুলে লাগান। ২০ মিনিট পর চুল ধুয়ে ফেলুন। ৫.সমপরিমাণ মেয়োনিজ ও দই মিশিয়ে নিন। মিশ্রণে একটি ডিম ফেটিয়ে মেশান। চুলে লাগিয়ে রাখুন ৪০ মিনিটের জন্য। এরপর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৬.অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে টক দই ও সামান্য রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি চুলে ২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন শ্যাম্পু দিয়ে। ৭. এক কাপ নারকেল দুধের সঙ্গে ৩ টেবিল চামচ বেসন মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এই প্যাক ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য চুলে লাগিয়ে রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন শ্যাম্পু দিয়ে। ৮. একটি পাকা কলা চটকে ২ টেবিল চামচ মধু ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন চুল। ৯. ডিম ও অলিভ অয়েল দিয়ে বানিয়ে ফেলুন প্যাক। এজন্য একটি পাত্রে ডিম ভেঙে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল। ভালো করে ফেটিয়ে চুলে লাগান। চুলের গোড়াতেও লাগাবেন। শাওয়ার ক্যাপ পরে নিন। আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। ডিমের আঁশটে গন্ধ দূর করতে এক মগ পানিতে কয়েক ফোঁটা আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। ১০. দুই টেবিল চামচ আমলকীর গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণ মতো লেবুর রস মিশিয়ে চুলে লাগান। ১০ মিনিট চুলে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার শরীরে ঘটতে পারে চমকে দেওয়া পরিবর্তন

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, সংক্ষেপে এ.সি.ভি. ঘরোয়া চিকিৎসার অন্যতম জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রান্নার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবেও

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, সংক্ষেপে এ.সি.ভি., ঘরোয়া চিকিৎসার অন্যতম জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রান্নার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবেও ব্যবহৃত এই ভিনিগার নিয়মিত গ্রহণ করলে শরীরের নানা উপকার হতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস জলেতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে খেলে আদৌ কী পরিবর্তন আসে শরীরে ?

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

নিচে এক মাস ধরে নিয়মিত এ সি ভি জল খেলে যেসব শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায়, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল-

১. রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায়

বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাপেল সিডার ভিনিগার শরীরের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাতে সহায়তা করে, যার ফলে টাইপ ২ ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমনকি যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সি ভি রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক রাখেযা বার্ধক্য ও বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়।

এছাড়া, গবেষণায় দেখা গেছে, এ সি ভি রক্তে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করেবিশেষত যাঁরা ডায়াবেটিস বা ডিসলিপিডেমিয়ায় (চর্বিজনিত সমস্যা) ভুগছেন।

২. ওজন কমাতে সাহায্য করে

রোজ সকালে হালকা গরম জলে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার খেলে ওজন কমার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ সি ভি খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেট ভরা ভাব থাকে, যার ফলে অতিরিক্ত খাওয়া কমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি খাওয়ার পর ১২০ মিনিট পর্যন্ত ক্ষুধা দমন করে এবং পরবর্তী ৩ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অতিরিক্ত স্ন্যাক্স খাওয়ার প্রবণতাও কমিয়ে দেয়।

৩. হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে

বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হৃদরোগ। এ সি ভি খাওয়ার ফলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, এবং মোট কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যেতে পারে, এবং ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে পারে, যা হৃদযন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন ৪. ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে প্রাকৃতিক অ্যাসিড হিসেবে এ সি ভি শুষ্ক ত্বক, একজিমার মতো সমস্যায় কার্যকর হতে পারে। জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে এটি শরীরের অভ্যন্তর থেকে ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং স্কিন ব্যারিয়ার মজবুত করে। তবে যাঁদের ত্বকে ইতিমধ্যেই ক্ষত আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার না করাই ভালো। ৫. ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংসে কার্যকর এ সি ভি বহুদিন ধরেই প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিছু নির্দিষ্ট জীবাণু যেমন E. coli প্রতিরোধেও এটি কার্যকর। এটি অনেকেই ব্যবহার করেন পায়ের নখের ফাঙ্গাস, উকুন, কানের ইনফেকশন এবং আঁচিল নিরাময়ে। এমনকি খাবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে কার্যকর। কীভাবে খাবেন এবং কোন মাত্রায় খাবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল রান্নার মধ্যে ব্যবহার করা। যেমন: সালাড ড্রেসিং বা ঘরে তৈরি মেয়োনেজে মেশানো। সরাসরি খাওয়ার জন্য ১-২ চা চামচ ভিনিগার একটি বড় গ্লাস জলে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন তবে সতর্কতা জরুরি, অতিরিক্ত এ সি ভি গ্রহণ করলে দাঁতের এনামেল ক্ষয়, পাকস্থলীর জ্বালা বা ওষুধের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনের সম্ভাবনা থাকে। তাই শুরুতে কম মাত্রা থেকে শুরু করাই শ্রেয়। অ্যাপেল সিডার ভিনিগার কোনও ম্যাজিক নয়, তবে একটি সুস্থ অভ্যাসে পরিণত করলে এটি স্বাস্থ্যকে বহুমাত্রিক ভাবে উপকৃত করতে পারে। তবে প্রতিটি শরীরের চাহিদা আলাদা। তাই নিয়মিত গ্রহণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

একটানা বৃষ্টিতে নানা ধরনের বিড়ম্বনা বাড়ে

বর্ষা মানেই দিনভর বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টিতে নানা ধরনের বিড়ম্বনা বাড়ে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় চিনি বা লবণ জমাট বেধে যাওয়া, বিস্কুট দ্রুত নরম হয়ে যাওয়া বা আটা বা চালে পোকা হওয়ার পাশাপাশি মশা বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনই কিছু বিড়ম্বনার সমাধান জেনে নিন। শুকনো পার্সলে পাতা লবণ ও চিনিকে ভিজে যাওয়া থেকে রোধ করতে পারে। লবণদানিতে লবণ রাখার আগে একেবারে তলায় খানিকটা (পাত্রের চার ভাগের এক ভাগ) শুকনো পার্সলে পাতা রেখে দিন। রান্নাঘরের পোকামাকড় দূর করতে প্রতিদিন ভালো করে পরিষ্কার করুন ও সপ্তাহে একদিন কীটনাশক ব্যবহার করুন। ভেজা আবহাওয়ায় চাল বা বিভিন্ন শস্যের পোকা দূর করতে কয়েকটি শুকনা মরিচ, লবঙ্গ বা তেজপাতা ফেলে দিন বয়ামের ভেতরে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় দেয়াল থেকে খসে পড়তে শুরু করে চুনকাম। আলমারিতে রাখা পোশাকে ফাঙ্গাস দেখা দেয়। ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে দরজা জানালা খোলা রাখবেন। লবণ এবং চিনির বয়ামে ব্লটিং পেপারের টুকরো রেখে দিতে পারে। আর গলে যাবে না এগুলো। দিনের পর দিন সূর্যের দেখা না মেলার কারণে ভেজা কাপড় সহজে শুকানো সম্ভব হয় না। এতে দুর্গন্ধময় ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়ে পোশাক। এই পরিস্থিতি সামলাতে কাপড় ধোয়ার পর খুব ভালো করে জল ঝরিয়ে নিন। স্টিম আয়রন, হেয়ার ড্রায়ার কিংবা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে কাপড় শুকাতে পারেন। বর্ষার একটা সাধারণ সমস্যা হচ্ছে পোশাকে তিলা পড়ে যাওয়া। সাদা সুতি পোশাকে কালো তিলা পড়ে যায় দ্রুত। এ থেকে মুক্তি পেতে সুতি পোশাক বৃষ্টিতে ভিজলে দ্রুত ধুয়ে ফেলতে হবে তিলা পড়ে গেলে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিন। কালো দাগ চলে যাবে। বর্ষাকালে পিঁপড়ার আনাগোনা বেড়ে যায়। পিঁপড়া দূর করার জন্য লেবুর রস, দারুচিনি গুঁড়া এবং পুদিনা পাতার গুঁড়া দিয়ে একটা মিশ্রন বানিয়ে ফেলুন। এটি পিঁপড়ার বাসার আশেপাশে ছড়িয়ে দিন। দূর হবে পিঁপড়া। বর্ষায় জামাকাপড় ধোয়ার সময় ব্যবহার করতে পারেন ভিনেগার। বড় একটি বালতির জলেতে ১ কাপ সাদা ভিনেগার সিয়ে পোশাক কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। ভিনেগার পোশাকের সাদা দাগ এবং গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

সুস্বাদু ছোলার ডালের হালুয়া

অনেক তো খেয়েছেন, ছোলার ডাল, ছোলার ডালের বড়া। এবার বানিয়ে নিন ছোলার ডালের হালুয়া। সুস্বাদু এই খাবার মুখে নিলেই যেন স্বাদের বাহার। তাই চটপট বানিয়ে

অনেক তো খেয়েছেন, ছোলার ডাল, ছোলার ডালের বড়া। এবার বানিয়ে নিন ছোলার ডালের হালুয়া। সুস্বাদু এই খাবার মুখে নিলেই যেন স্বাদের বাহার। তাই চটপট বানিয়ে অনেক তো খেয়েছেন, ছোলার ডাল, ছোলার ডালের বড়া। এবার বানিয়ে নিন ছোলার ডালের হালুয়া। সুস্বাদু এই খাবার মুখে নিলেই যেন স্বাদের বাহার। তাই চটপট বানিয়ে নিন এই মুখরোচক হালুয়া। এই রেসিপিটি বানাতে আপনার প্রয়োজন বেশ কয়েকটি উপকরণ। তা হল, ১১/২কাপ ছোলার ডাল, ১/২কাপ মুগের ডাল, ১/২ কাপ ঘি ১১/৪ কাপ চিনি গুড়ো, ১কাপ দুধ, ৪ চা চামচ গুড়ো দুধ(অপশনাল), ১/৪কাপ কাজু ও চিনাবাদাম ভেঙ্গে নেওয়া, ১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, ২ ফোঁটা ফুড কালার, প্রয়োজন মত ৪টে লবঙ্গ,২টো এলাচ, ২টুকরো দারচিনি, প্রয়োজন মত সাজানোর জন্যে আমন্ড ও কাজু বেশ কয়েকটি। প্রথমে ছোলার ডাল ৭-৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন জল না দিয়ে শুকনো করে বেটে নেবেন এবার মুগের ডাল ২ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রেখে জল ঝড়িয়ে নিয়ে একটি কড়াই ভালো করে গরম করে ডাল দিয়ে অল্প আচে ভেজে নিতে হবে। একটু ধৈর্য্য সহকারে সমানে নাড়িয়ে যেতে হবে। ভাজা ডালের গন্ধ বেড়োলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। এবার মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর একটি ননস্টিক কড়াইতে ঘি দিন। তা গরম হলে এলাচ,লবঙ্গ ও দারচিনি ফোড়ন দিয়ে ছোলার ডাল ও মুগ ডালের গুড়ো দিয়ে ভালো করে ভাজতে হবে, যাতে ডালের কাচা গন্ধ চলে যায়। এবার চিনি গুড়ো ও দুধ দিয়ে সমানে নাড়িয়ে যেতে হবে, যাতে কোনও নিচ থেকে লেগে না যায়। এবার গুড়ো দুধ ও ভাঙ্গা বাদাম দিতে হবে, ফুড কালারও মিশিয়ে নিন। এবার নাড়তে নাড়তে যখন কড়াই ছেড়ে দলা মত হয়ে আসবে, তথ্য এলাচ গুড়ো দিতে হবে ও ১চামচ ঘি দিতে হবে। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিতে হবে। একটি থালায় ঘি মাখিয়ে ডালের মিশ্রন ঢেলে হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে দিয়ে গরম থাকতে ছুড়ি দিয়ে চৌকো বা বড়ফির আকারে দাগ করে নিতে হবে। যাতে ঠান্ডা হলে তুলতে অসুবিধা না হয়।এবার কিছু কাজু,আমন্ড কুচি বড়ফি গুলোর ওপর চেপে বসিয়ে দিন। অবশেষে এটি এবার ঠান্ডা হলে বেশ কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে কেটে প্লেটে সাজিয়ে কাজু ও কিসমিস দিয়ে পরিবেশন করুন।

রবিবার আগরতলায় কংগ্রেসের এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত চার সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার: নিখোঁজ হওয়ার পরে উদ্ধার অভিযান

পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ৩ আগস্ট : যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চারজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবার সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই পরিবারটি গত ২৯ জুলাই নিউইয়র্ক থেকে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মাউন্ডসভিলের প্রভুপাদের স্বর্ণমন্দিরে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তাদের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে, ১ আগস্ট, স্থানীয় শেরিফ কর্তৃপক্ষ তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

নিহতদের মধ্যে আছেন কিশোর দিবান (৮৯), তার স্ত্রী আসা দিবান (৮৫), তাদের ছেলে শৈলেশ দিবান (৮৬) এবং শৈলেশের স্ত্রী গীতা দিবান (৮৪)। এদের সকলেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং তারা নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দা। পরিবারটি তাদের ধর্মীয় সফরে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার প্রভুপাদের স্বর্ণমন্দিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। তবে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এই পরিবারটি ২৯ জুলাই পেনসিলভেনিয়ার একটি বার্গার কিং রেস্তোরাঁয় শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, কিশোর এবং আসা দিবান রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেছিলেন এবং তাদের ক্রেডিট কার্ড লেনদেনও একই জায়গায় হয়েছিল। এরপর, পেনসিলভেনিয়া স্টেট পুলিশের লাইসেন্স প্লেট রিডার দ্বারা গাড়িটি শনাক্ত করা হয়, যা দক্ষিণ দিকে জ্জ-৭৯ মহাসড়কে চলতে দেখা যায়। কর্তৃপক্ষের মতে, পরিবারের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে পিটসবার্গে যাওয়া এবং তারপর মাউন্ডসভিলের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া।

গত শনিবার, ১ আগস্ট, মার্শাল কাউন্টি শেরিফ মাইক ডোগার্টি এক বিবৃতিতে জানান, স্থানীয় সময় রাত ৯:৩০-এ তাদের নিখোঁজ হওয়া গাড়িটি এবং চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। গাড়িটি ছিল একটি ২০০৯ সালের সবুজ টয়োটা ক্যামরি, যার নম্বর ছিল ইকেডাব্লিউ২৬১১। এটি বিগ হুইলিং ক্রিক রোডের পাশে একটি খাড়া বাঁক থেকে উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনাস্থলে প্রথম উত্তরদাতারা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাজ করেছেন।

শেরিফ মাইক ডোগার্টি এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং জানান যে, এই ঘটনায় আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য তদন্ত চলবে।

এই নিখোঁজ পরিবারের সন্ধান করতে পশ্চিম ভার্জিনিয়া এবং ওহিও কাউন্টির পুলিশ কর্মকর্তারা ব্যাপক অভিযান চালান। নিখোঁজ হওয়ার পর, নিউইয়র্কের বাফেলো শহর থেকে মিসিং পারসনস রিপোর্টও দায়ের করা হয়। তাদের গাড়ির বিবরণ ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফরমেশন সেন্টারে রেজিস্টার করা হয়েছিল। এই ঘটনাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে স্থানীয় ভারতীয় সংস্থা 'কাউন্সিল অব হেরিটেজ অ্যান্ড আর্টস অফ ইন্ডিয়া' সহায়তা করতে এগিয়ে আসে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

চাই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সিবু নায়ার এক বিবৃতিতে বলেন, 'দুই পরিবারই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা আশা করছি যে দ্রুত তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং তারা নিরাপদে ফিরবে।'

এখন পর্যন্ত, মার্শাল কাউন্টি শেরিফের অফিস এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি দুর্ঘটনাটি তদন্ত করে যাচ্ছে। শেরিফ মাইক ডোগার্টি জানিয়েছেন যে, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য ব্যাপক তদন্ত চলছে এবং শীঘ্রই নতুন তথ্য প্রকাশ করা হবে।

পরিবারটি ভারতীয় আমেরিকান সম্প্রদায়ের পরিচিত মুখ ছিল এবং তাদের অবর্তমানে তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় সম্প্রদায় শোকস্তব্ধ। এটি একটি গভীর শোকের মুহূর্ত, বিশেষত যারা এই পরিবারটির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তাদের জন্য।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মৃত অর্থনীতি' মন্তব্যের বিরুদ্ধে ভারতের অর্থনৈতিক বাস্তবতা

নতুন দিল্লি, ৩ আগস্ট : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে 'মৃত' মন্তব্য করলেও, বিশ্বব্যাপী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিশ্লেষণ বলে কিছুটা ভিন্ন গল্প। ভারতের অর্থনীতি কিছুটা মন্থর হতে পারে, বিশেষত বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এবং শুল্কযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, তবে সত্ত্বেও দেশটি বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতি হিসেবে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের মন্তব্য এবং তার আক্রমণমূলক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে যে হতাশা এবং সংশয় সৃষ্টি করতে চায়, তা তেমন কার্যকর হয়নি। বরং, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং নানা ক্ষেত্রের সহযোগিতা থেকে পরিষ্কার প্রমাণ মেলে যে, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা যথেষ্ট গভীর এবং ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসা-র যৌথ উদ্যোগ 'নিসার স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে মহাকাশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে দৃঢ় সহযোগিতা হয়েছে, তা ভারতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে। নিসার, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী স্যাটেলাইট, গত সপ্তাহে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, যা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা উন্নয়ন করেছেন।

এছাড়া, ইসরো আগামী কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের এএসটি স্পেসমোবাইল দ্বারা তৈরি ব্লক ২ ব্লুবার্ড যোগাযোগ স্যাটেলাইটও উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে। এ ধরনের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা দেশটির প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফেব্রুয়ারির যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়, দুই দেশের মধ্যে নতুন বাণিজ্যিক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষত 'ট্রান্সফরমিং রিলেশনশিপ ইউটিলাইজিঙ স্ট্র্যাটেজিক টেকনোলজি' উদ্যোগের মাধ্যমে খনিজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সহযোগিতা বাড়ানো হবে। ভারতীয় সরকারের মতে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো লিথিয়াম এবং বিরল পৃথিবী উপাদানগুলির পুনরুদ্ধার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে সহযোগিতা জোরদার করা, যা আগামীদিনে দুই দেশের মধ্যে আরও নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করবে।

এছাড়া, গত ২০২৪ সালে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৯.২ বিলিয়ন ডলার, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৪ শতাংশ। ভারতে তৈরি স্মার্টফোনের রপ্তানি, বিশেষ করে অ্যাপলের আইফোন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এটাই প্রমাণ করে যে, ভারত এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

যদিও কিছু বিশ্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে ভারতীয় অর্থনীতি কিছুটা ধীরগতিতে চলতে পারে, তবে ভারতকে 'মৃত অর্থনীতি' হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বর্তমান সময়ের হিসাব অনুযায়ী, ভারত ২০২৪ সালে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে ৩.৯ ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপি অর্জন করেছে। এবং এই প্রবৃদ্ধি আগামী বছরগুলিতে আরও শক্তিশালী হবে।

আইএমএফ-এর ২০২৮ সালের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভারত জার্মানি এবং জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে।

এছাড়া, আইএমএফ-এর সর্বশেষ পূর্বাভাসে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ সালে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে। আর ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২০২৬ সালের জন্য ৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। এমনকি, ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সম্ভাবনা সত্ত্বেও, কিছু সমস্যাও রয়েছে, যেমন সঙ্কুচিত ক্রেডিট প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা, যা মূলত রাজস্বসংগ্রহের দিক থেকে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। তবে, এই সব সমস্যা ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ট্রাম্পের ভারতকে 'মৃত' অর্থনীতি হিসেবে আক্রমণ এবং ভারতীয় পণ্যসম্ভারের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি, মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক আলোচনা নিয়ে হতাশা প্রকাশের একপ্রকার চাপ তৈরির কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারত আলোচনা শুরু করেছিল দ্রুত, কিন্তু তা যথেষ্ট গতি পায়নি। আমরা এই বিলম্বের জন্য হতাশ।'

তবে, ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল দৃঢ়। বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, ভারতের সরকার দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় 'সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ' নেবে। তাদের দাবি, ভারতও বাণিজ্যিক আলোচনা গতি বাড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাতেও দেশটির দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে না।

তবে, ভারতের অর্থনীতি যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন ট্রাম্পের 'মৃত অর্থনীতি' মন্তব্য যেন একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের অর্থনীতি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় স্থানে উঠে আসবে বলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির পূর্বাভাস স্পষ্ট করছে।

উত্তরপ্রদেশের গন্ডা জেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত, আহত বহু

গন্ডা, ৩ আগস্ট : রবিবার উত্তরপ্রদেশের গন্ডা জেলার সারু নদীতে একটি বোলেরো গাড়ি পড়ে গিয়ে ১১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। ঘটনাস্থলেই ১১ জন মারা যান এবং আরও বেশ কিছু লোক আহত হন। নিহতদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গাড়িটি মোট ১৪ জন যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল, যারা সিহাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং প্রথা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে খারগুফুর প্রিথ্বী নাথ মন্দিরে যাচ্ছিলেন।

এ বিষয়ে গন্ডা জেলার সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ, বিনীত জৈশওয়াল জানান, সিহাগাঁও থেকে খারগুফুর মন্দিরে যাত্রা করার সময় হঠাৎ গাড়িটি সারু নদীতে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে দ্রুত স্থানীয় পুলিশ স্টেশন এবং গ্রাম প্রধানকে খবর দেন। মুহূর্তের মধ্যে, ইতিয়াথক থানার পুলিশ এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন এবং নদী থেকে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করেন।

আহতদের মধ্যে ৪ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদেরকে দ্রুত গন্ডা জেলার সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও, কিছু লোকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলে জানা গেছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে এই দুর্ঘটনার পর তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি নিহতদের পরিবারের জন্য ৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

এ বিষয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লেখেন, 'গন্ডা জেলার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণহানী অত্যন্ত দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক। নিহতদের পরিবারগুলোর প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।' তিনি আরও বলেন, 'আহতদের যথাযথ চিকিৎসা এবং দ্রুত সুস্থতার জন্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।'

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তিনি কর্তৃপক্ষকে উদ্ধার এবং চিকিৎসা কার্যক্রমের উপর নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর, গন্ডা জেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় এবং উদ্ধার কাজ শুরু করে। পুলিশ, উদ্ধারকারী দল, এবং স্থানীয়রা যৌথভাবে নদী থেকে মৃতদেহগুলো উদ্ধারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহতদের চিকিৎসা সেবা দিতে তৎপর ছিল। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং তারা চিকিৎসাধীন।

এছাড়া, পুলিশ ও প্রশাসন দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তার শোকবার্তায় লিখেছেন, 'এই অদ্ভুত দুর্ঘটনায় প্রাণহানী অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি শোকাভিভূত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আমার সমর্থন এবং সহমর্মিতা রইল।' তিনি আরও বলেন, 'প্রার্থনা করি যে, দুর্ঘটনায় নিহতরা শান্তির সঙ্গে পরলোকগত হন এবং তাদের পরিবার এই অগাধ শোকে শক্তি পায়।'

এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের জন্য ৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা, আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলো ইতিমধ্যেই দ্রুতগতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি, তবে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে, উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

প্রশাসন ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে এবং গন্ডা জেলার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী দিনে বেশ কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করা হয়নি, তবে কিছু সূত্রের মতে, গাড়িটি খুব দ্রুত চলছিল এবং সড়ক পথের অবস্থা ভালো না থাকার কারণে এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। এছাড়া, সড়ক দুর্ঘটনা এবং গাড়ির অবস্থা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ও তদন্তের আওতায় আনা হচ্ছে।

তদন্তের পরেই দুর্ঘটনার সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

সংগীত শিল্পীর রোগীর পরিবার দ্বারা আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক এবং জিবি হাসপাতালে মেডিকেল সুপারকে লিখিতভাবে অবগত করা হয়েছে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আক্রান্ত চিকিৎসক। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন খোদ চিকিৎসকরা। এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ওপর হামলার ঘটনায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী উঠেছে।

অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের বিরুদ্ধে ২০০ কোটি টাকার ফ্রন্ট-রানিং স্ক্যাম: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ব্যাপক অভিযান

নতুন দিল্লি, ৩ আগস্ট : অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত এক বৃহৎ ফ্রন্ট-রানিং স্ক্যাম নিয়ে তদন্তের অংশ হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গত দুই দিনে বিভিন্ন শহরে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। দিল্লি, মুম্বাই, গুরগাঁও, লুধিয়ানা, আহমেদাবাদ, ভাদনগর, ভুজ এবং কলকাতায় এই অভিযান চালানো হয়, যা ২০০২ সালের প্রতিরোধমূলক অর্থপাচার আইন এর আওতায় পরিচালিত হয়।

তদন্তটি শুরু হয় ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মুম্বাই পুলিশের করা একটি এফআইআর থেকে, যা অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাক্তন ফান্ড ম্যানেজার এবং প্রধান ডিলার বিরেশ গাঙ্গারাম যোশির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। তাকে মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ২ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৮ আগস্ট পর্যন্ত ইডির হেফাজতে পাঠানো হয়।

ইডির কর্মকর্তাদের মতে, বিরেশ যোশি ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের গোপন ট্রেড তথ্যের অপব্যবহার করে, প্রক্সি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আগাম ট্রেড করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ লাভ অর্জন করেন। এই কর্মকাণ্ডের ফলে ফান্ডের খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, যেহেতু অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ ২ লাখ কোটি টাকারও বেশি।

ইডি জানায়, যোশি দুবাই থেকে একটি টার্মিনাল থেকে এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন এবং বিভিন্ন ব্রোকারের মাধ্যমে মুল ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন। তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি ট্রেডার এবং ব্রোকারদের একটি নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হয়েছে যারা পূর্ব-ট্রেড তথ্যের মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকারও বেশি অবৈধ লাভ অর্জন করেছে।

অবৈধ লাভগুলি বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে, যেগুলি অভিযুক্তদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্ত ছিল। অভিযানে ১৭.৪ কোটি টাকার শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ডের হোল্ডিং এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ফ্রন্ট-রানিং একটি গুরুতর সিকিউরিটিজ প্রতারণা, যেখানে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা গ্রাহকের গোপন তথ্য ব্যবহার করে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ট্রেড করেন, যা বাজারের ন্যায্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করে।

অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রানাইট খনি দুর্ঘটনায় ওড়িশার ৬ শ্রমিক নিহত, আহত ১০

বাপাটলা, ৩ আগস্ট : অন্ধ্রপ্রদেশের বাপাটলা জেলার সত্রকৃষ্ণ গ্রানাইট খনিতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৬ জন ওড়িশা থেকে আসা শ্রমিক নিহত এবং ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোরে, যখন এক বিশাল পাথরের অংশ খনি থেকে ধসে পড়ে। ঘটনাটি বল্লিকুরভা গ্রামে সত্রকৃষ্ণ গ্রানাইট খনিতে ঘটেছিল, যা প্রাথমিকভাবে একটি বড় ধরনের রক স্লাইড হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় খনির ভেতরে মোট ১৬ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাদের মধ্যে ৬ জন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার পর, ১০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত অবস্থায় মাটির তলে চাপা পড়ে যান। প্রাথমিক উদ্ধার কাজ চালিয়ে চারটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু দুজন শ্রমিক এখনও মাটির তলায় আটকা পড়ে আছেন, তাদের মরদেহ উদ্ধারের জন্য অভিযান চলছে।

আহত শ্রমিকদের দ্রুত স্থানীয় নরসারোপেট সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা জানান, বেশ কয়েকজন শ্রমিকের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং তাদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। আহতদের মধ্যে অনেকেই পাথরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন, এবং কিছু শ্রমিকের শরীরের বিভিন্ন অংশে ভাঙাচুড়া ও আঘাত রয়েছে।

বাপাটলা জেলা পুলিশ সুপার তুষার দুড়ি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং উদ্ধার কার্যক্রম তদারকি করছেন। উদ্ধারকর্মীরা ধসে পড়া পাথরের তলায় আটকা পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য দ্রুত কাজ করছেন। তবে খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ তদন্তের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা এবং ভবিষ্যতে এরকম দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে, সত্রকৃষ্ণ গ্রানাইট খনিতে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অনেক শ্রমিকই অভিযোগ করেছেন যে, তারা তেমন কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করছিলেন, এবং খনি কর্তৃপক্ষের তরফে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা সুরক্ষা সরঞ্জামও প্রদান করা হয়নি।

অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নারা চন্দ্রবাবু নায়ডু দুর্ঘটনার ব্যাপারে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি দুর্ঘটনার কারণ জানতে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং খনির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এই দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি আশা করি, তদন্তের মাধ্যমে আসল কারণ স্পষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

রবিবার আগরতলায় এক চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

অসমের কুন্দনরাজ বর্গোহাইনের অসাধারণ সাফল্য: থাইল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ অলিম্পিক ট্র্যাপে রূপো পদক জিতলেন

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট : অসম এবং পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত হিসেবে, শটগান শুটার কুন্দনরাজ বর্গোহাইনের থাইল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ পুরুষদের অলিম্পিক ট্র্যাপ ইভেন্টে রূপো পদক অর্জন করলেন। নাটকীয় ফাইনালটি টাই-ব্রেকারে শেষ হয়েছিল। অসমের একটি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কুন্দনরাজ বর্গোহাইন, যেখানে সীমিত অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ নিজেদের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন, তার এই সাফল্য শুদ্ধ আত্মনিবেদন এবং কঠোর পরিশ্রমের এক অনন্য উদাহরণ। অসমে অলিম্পিক ট্র্যাপ ইভেন্টের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায়, বর্গোহাইনকে তার প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির জন্য দেশের বাইরে এবং বিদেশে যেতে হয়েছে, যার জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে।

তার প্রশিক্ষণে ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে তীব্র প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন গ্লোবাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, যা পুরোপুরি তার নিজস্ব তহবিল থেকে পরিচালিত। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, কুন্দনরাজ বর্গোহাইনের ধারাবাহিক সফলতা তাকে ভারতের শুটিং সার্কিটে একটি শক্তিশালী নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিজের সাফল্যের পাশাপাশি, কুন্দনরাজ বর্গোহাইন উত্তর-পূর্বের নতুন শুটিং প্রতিভাদের উন্নতির জন্যও নিবেদিত। তিনি একাধিক তরুণ শুটিং প্রতিভাকে মেন্টরশিপ দিয়ে সহায়তা করছেন, তাদের ক্রীড়া প্রযুক্তি শেখাচ্ছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের পরিচিতি গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করছেন।

তবে, অসমে শুটিং পরিকাঠামো এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে। গুয়াহাটির কাহিলিপাড়া শুটিং রেঞ্জ, যা রাজ্যের একমাত্র ট্র্যাপ এবং স্কিট ডিসিপ্লিনের জন্য নিয়মিত সুবিধা প্রদানকারী স্থান, সেখানে অবকাঠামোগত এবং পরিচালনাগত নানা সমস্যা রয়েছে। প্রায়শই যন্ত্রপাতির ত্রুটি, প্রশিক্ষিত স্টাফের অভাব, এবং অব্যাহত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নতুনদের জন্যও কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি, গোলাবারুদ এবং ক্রীড়া আগ্নেয়াস্ত্রের সীমিত প্রবেশাধিকার, খেলাধুলায় বৃহত্তর অংশগ্রহণের পথে আরেকটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তার সাফল্যের পর, কুন্দনরাজ বর্গোহাইন বলেন, 'এই পদক প্রমাণ করে যে, আবেগ এবং অধ্যবসায় দিয়ে অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব। তবে, যদি একটু প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা, উন্নত সুবিধা, নিয়মিত গোলাবারুদ সরবরাহ এবং প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, তাহলে অসম থেকে আরও অনেক চ্যাম্পিয়ন উঠে আসবে। প্রতিভা এখানে রয়েছে, শুধু তাদের জন্য সুযোগ এবং সহায়তার প্রয়োজন।'

২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আইএসএসএফ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হবে, তাই অসমের মতো রাজ্যগুলির জন্য ক্রীড়া পরিকাঠামো মজবুত করার আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। যদিও বেশ কিছু ভারতীয় রাজ্য অলিম্পিক স্তরের খেলোয়াড়দের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা বাড়িয়েছে, অসম এখনও অবকাঠামো এবং সিস্টেমিক সহায়তার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, তবে এর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

এবার, কুন্দনরাজ বর্গোহাইনের সাফল্য রাজ্যের ক্রীড়া ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন আলো জ্বালিয়ে দিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মণিপুরে একাধিক অভিযান, মাদক পাচার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত পাঁচজন গ্রেফতার

ইমফল, ৩ আগস্ট : মণিপুরে গত ১ ও ২ আগস্ট নিরাপত্তা বাহিনী একাধিক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন কাংগেলিপাক কমিউনিস্ট পার্টির (পিপলস ওয়ার গ্রুপ) সদস্য, মাদক পাচারকারী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত অপরাধীরা। এই গ্রেফতারের পর নিরাপত্তা বাহিনী থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য এবং নগদ অর্থও উদ্ধার করা হয়েছে।

২ আগস্ট, ইম্ফল পূর্ব জেলার লায়রীক্যাঙবাম মাখা লেইকাই এলাকা থেকে কাংগেলিপাক কমিউনিস্ট পার্টির (পিপলস ওয়ার গ্রুপ) সক্রিয় সদস্য নংগম্বাম আমরজিৎ সিং (যাকে স্থানীয়ভাবে 'নোনো' নামে পরিচিত) গ্রেফতার হন। পুলিশ জানায়, আমরজিৎ সিং একাধিক অপরাধে জড়িত, যার মধ্যে চাঁদাবাজি, মহিলাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, জমি সংক্রান্ত বিরোধে সন্ত্রাসী হুমকি প্রদান এবং চিকিৎসককে অপহরণের ঘটনাও রয়েছে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। সিংকে একাধিক সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য আটক করা হয়েছে।

একদিন আগে, ১ আগস্ট, ইম্ফল পূর্বের মানত্রিপুখরি এলাকায় কাংগেলিপাক কমিউনিস্ট পার্টির (এমএফএল) সদস্য ইয়াইখম মোরাম্বা সিং (২১) কে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, ইয়াইখম মোরাম্বা সিং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করতেন এবং রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা নগদ, মোবাইল ফোন এবং আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। এই গ্রেফতারি পর, পুলিশ সন্ত্রাসী সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে একটি বড় অভিযান শুরু করেছে।

১ আগস্ট, আরো একটি বড় অভিযানে কাংগেলিপাক কমিউনিস্ট পার্টির (এমএফএল) দলের স্বঘোষিত মেজর ওয়াহেংবাম ইসরাইল সিং (৪৭) কে ইম্ফল পশ্চিম জেলার লাংগোল টাইপ-২ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি সরকারি কর্মকর্তা, সাধারণ জনগণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রতি হুমকি প্রদান করতেন। পুলিশ জানায়, তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ রয়েছে।

২ আগস্ট, চুরাচাঁদপুর জেলা থেকে এক মাদক পাচারকারী নারীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া মহিলা চীনলুনিয়াং (৩৯), ভল ভেং গ্রামের বাসিন্দা, ২.৪ কেজি ডব্লিউওয়াই (ওয়াই) ট্যাবলেট নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশ জানায়, তিনি একটি বলেরো পিকআপ ভ্যান চালাচ্ছিলেন, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এছাড়াও, কাংপোকপী জেলা থেকে তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মিস লিংনেচং (৪২) কাংপোকপী ওয়ার্ড নং ৯, মিস রেবেকা হাওকিপ (গামগিপহাই) এবং পাওতিনকাই খংসাই (সাইকুল গ্রাম)। তাদের কাছ থেকে ২.৬১ কেজি ব্রাউন সুগার, ২.৮৮ কেজি আফিম, ১৪০ গ্রাম গাঁজা, ২৩,১১০ টাকা নগদ এবং ১৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত এই তিনজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

এই গ্রেফতারি পর, নিরাপত্তা বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। চুরাচাঁদপুর ও কাংপোকপী জেলাগুলি থেকে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্যগুলি, বিশেষ করে ডব্লিউওয়াই ট্যাবলেট এবং ব্রাউন সুগার, বড় মাদক পাচার চক্রের সাথে যুক্ত। পুলিশ জানায়, এই অভিযানগুলি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে।

মানিপুরে এই ধরনের অভিযানগুলি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর দৃঢ়তা এবং সন্ত্রাসী ও মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের একটি উদাহরণ। এসব অভিযানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তা এবং আশার বার্তা পৌঁছেছে।

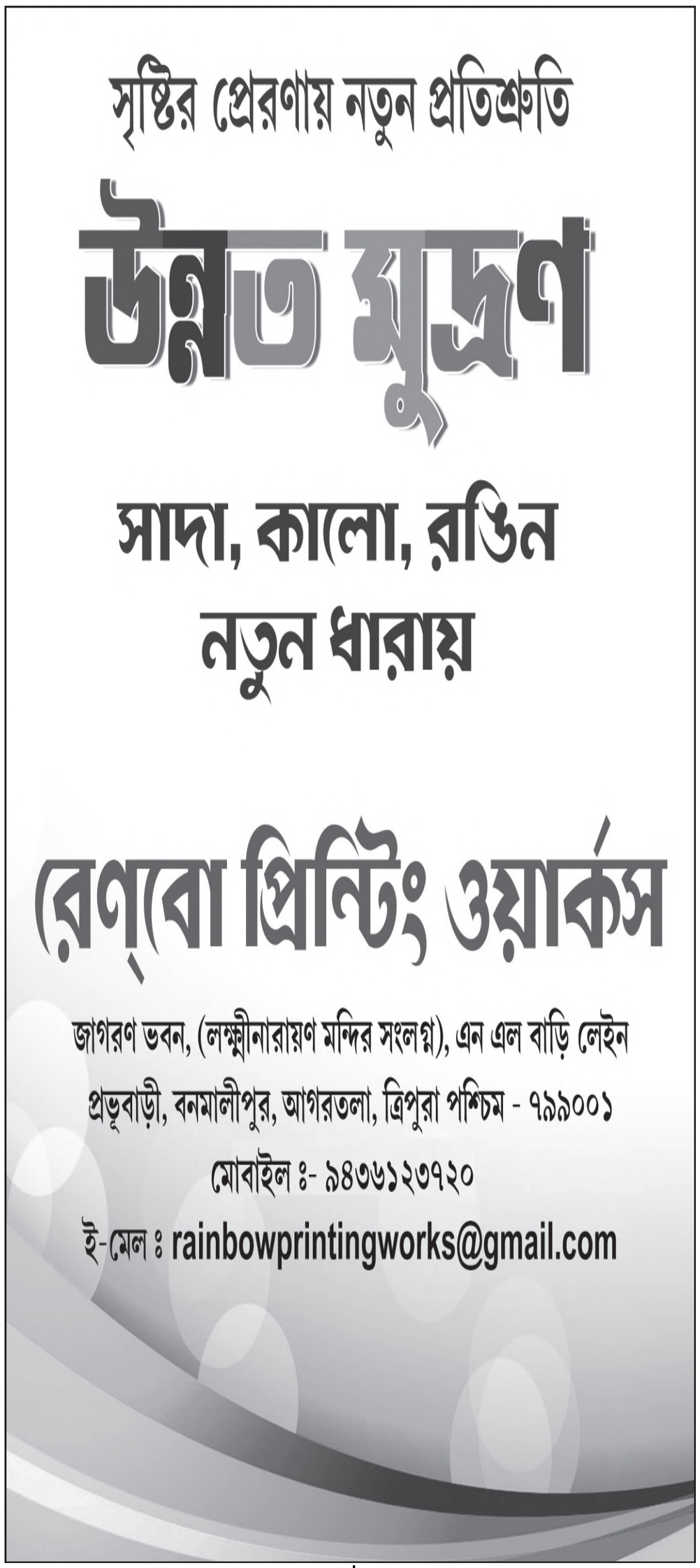

পাকা রাস্তা নির্মাণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের

আগরতলা, ৩ আগস্ট: পাকা রাস্তা নির্মাণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করলেন এলাকাবাসীরা। ঘটনা সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া এলাকায় চৌদ্দদেবতা বাড়ি এলাকায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘ দিন ধরে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসলেও কোন কাজ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তাঅবরোধে সামিল হয়েছেন।

সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া এলাকায় চৌদ্দ দেবতা বাড়ি থেকে ভুবনবাসী পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। এলাকার এই রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার দাবিতে, দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয়রা। স্থানীয় জন প্রতিনিধি থেকে শুরু করে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জানিয়েও রাস্তাটি সংস্কারের কাজে হাত দিচ্ছিল না কেউই। তাই বাধ্য হয়ে এদিন রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সাব্রুম মহকুমা ডিসিএম। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন অবিলম্বে রাস্তাটি পাকা করার কাজে হাত দেওয়া হবে। অবশেষে আশ্বাস পেয়ে রাস্তাটি অবরোধ মুক্ত করেন স্থানীয়রা।

বিশালগড় মহকুমায় নির্য্যাতিত কিশোরীদের পাশে দাঁড়ালো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: বিশালগড় মহকুমায় নির্য্যাতিত কিশোরীদের পাশে দাঁড়ালো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার দিন বিশালগড় হাসপাতালে গিয়ে দুই কিশোরীর হাতে নতুন বস্ত্র, শুকনো খাবার, প্রসাধনী সামগ্রী এবং নগদ টাকা তুলে দেন এসোসিয়েশনের সদস্যরা।

পারিবারিক নির্য্যাতনের শিকার দুই কিশোরীর পাশে দাঁড়ালেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটি। স্কুলে পাঠরতা কিশোরী বিয়েতে রাজি না হওয়াতে পারিবারিক নির্য্যাতনের শিকার হন। পিতার হাতে নির্য্যাতিত হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচে দুই কিশোরী। বর্তমানে দুই কিশোরী চিকিৎসাধীন রয়েছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তার পাশে পরিবারের কেউ নেই। শুধু রয়েছে তার ছোট্ট বোন। তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশন।

এবার এই অসহায় দুই কিশোরীর পাশে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা ওয়াকিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটি। রবিবারদিন বিশালগড় হাসপাতালে গিয়ে দুই কিশোরীর হাতে নতুন বস্ত্র, শুকনো খাবার,প্রসাধনী সামগ্রী এবং নগদ টাকা তুলে দেন এসোসিয়েশনের সদস্যরা।এই সেবামূলক কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের বিশালগড় মহকুমা সভাপতি সমীর ভৌমিক, সম্পাদক খোকন ঘোষ, সহ-সম্পাদক জীবন সাহা, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সংগঠনের সদস্য অলক আহমেদে চৌধুরী প্রমুখ। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী দিনও এই অসহায় কিশোরীদের সাহায্যার্থে পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল আমরা বাঙালি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে আজ আগরতলায় এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে দেশের বৈধ নাগরিকরা যাতে ভোটে অংশ নিতে পারে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের দাবি জানানো হয়েছে। আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে রবিবার দিন আগরতলায় এক বিক্ষোভ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাম্প্রতি বিহারে ভোটার লিস্ট সংশোধন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করা হয়। বিহার ভোটার লিস্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে পরামর্শ দিয়েছে তা মান্যতা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে আমরা বাঙালি দলের নেতৃত্বরা অভিযোগ করে বলেন বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশন চলছেন শাসক দলের আঙ্গুলী হেলনে। উনারা মানুষের নাগরিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। ভোটার লিস্ট নিবিড় সংশোধনীর নামে অযৌক্তিক শর্তাবলী আরোপের তীব্র বিরোধিতা করে আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। বিক্ষোভ প্রদর্শন থেকে সুপ্রিম কোর্ট প্রদেয় গাইডলাইন অনুযায়ী অতীতের অন্যসব বিধি মেনে ভোটারলিষ্ট সংশোধন করার দাবি জানানো হয়। এই আন্দোলন কর্মসূচিতে এদিন আমরা বাঙালি দলের নেতা দুলাল ঘোষ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

৬ই আগস্ট বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগস্ট:৬ই আগস্ট বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৬ই আগস্ট বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কার্যকর্তা সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনকে সামনে রেখে রবিবার বিশালগড় মন্ডল কার্যালয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের মন্ডল সভাপতি তপন দাস, মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি ফেরদৌস মিয়া, যুব মোর্চার প্রদেশ কমিটির সদস্য জয় দেব সহ অন্যান্যরা।

মন্ডল সভাপতি তপন দাস বলেন, বিগত সবকটি নির্বাচন প্রমাণ করে রাজ্য তথা বিশালগড়ের সংখ্যালঘু অংশের জনগণ বরাবরের মতোই ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে আছে। সংখ্যালঘু কার্যকর্তাদের নিয়ে আগামী দিনের সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করতেই কার্যকর্তা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।উক্ত সম্মেলনে বিশালগড়ের আপামর সংখ্যালঘু অংশের মানুষের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান মন্ডল সভাপতি।

প্রেসক্লাবের টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট:দীর্ঘ বছর পর প্রেসক্লাবের টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে নতুন মুখ উঠে এসেছে। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস আঙিনায় নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো দিক। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট - ২০২৫ চলছে।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ে রবিবার টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে থেকে লুডো, চাইনিজ চেকার্স, দাবা, ফুটবল, ক্যারমের পর আজ, টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেটের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।

আজ অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেঘধন দেব চ্যাম্পিয়ন এবং নারায়ণ শীল রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্পোর্টস কমিটির সদস্যদের ভূয়যী প্রশংসা করে বক্তৃতা রাখেন সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়।

খেলার মাঠ

উদ্বোধন হলো কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়াম জয় দিয়ে প্রীতি ক্রিকেট সিরিজ শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে ত্রিপুরা জয়ী হয়েছে। উপানন্দ দেববর্মার নেতৃত্বাধীন টিসিএ একাদশ ৭ উইকেটের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। যদিও আজ ছিল সিরিজের প্রথম ম্যাচ। টি-১০ ফরম্যাটে। আগামীকাল এমবিবি স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ বেলা ১১টা থেকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে খেলা হবে বেঙ্গল টাইগার্স বনাম টিসিএ একাদশের মধ্যে। আজ, রবিবার নবনির্মিত কমলপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সফরকারি বেঙ্গল টাইগার্স প্রথমে ব্যাটিং-এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ১০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৬৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আদিত্য রায় ব্যানার্জি সর্বাধিক ১৫ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, ওপেনার সৌম্যদীপ ব্যানার্জি ১৪ রান পায়। টিসিএ একাদশের বোলার কমল দাস, স্বপন দাস ও রাজীব সাহা প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিসিএ একাদশ নির্ধারিত ১০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার ১১ বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে উইকেট রক্ষক অনিরুদ্ধ সাহা একাই সর্বাধিক ৪৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। অনিরুদ্ধ ২৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি এবং চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গে উইকেটে ছিলেন স্বপন দাস ব্যক্তিগত তিন রান নিয়ে। এছাড়া রাকেশ দাসের ৯ রান উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ বছর পর ব্যাট হাতে নেমে টিসিএ-র সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা তেমন সফল না হলেও দলকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রথমবারের মতো এ ধরনের বেঙ্গল টাইগার্স-এর মতো সেলিব্রিটি টিমকে সিরিজের প্রথম ম্যাচে হারিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। টিসিএ একাদশের সুরজ দেবনাথ পেয়েছে একটি উইকেট। বেঙ্গল টাইগার্স-এর পক্ষে রত্নদ্বীপ ঘোষ ১৩ রান পায়। অধিনায়ক যীশু সেনগুপ্ত ৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি মেরে ব্যক্তিগত ৫ রান সংগ্রহ করে কমল দাসের বলে বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ অনিরুদ্ধ সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কমলপুরে নবনির্মিত মাঠ, স্টেডিয়াম এবং ক্লাব হাউজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্য মনোজ কান্তি দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন টিসিএ-র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা। কমলপুর ক্রিকেট মাঠ, স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় তথা অন্তিম ম্যাচ আগামীকাল বেলা ১১ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। সকল ক্রিকেটপ্রেমীদের এতে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনী প্রীতি ম্যাচ উপভোগ করার জন্য টিসিএ-র পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের দাবাড়ু কর্ণজিৎ রেটিং তালিকায় এলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। মাত্র ১১ বছর বয়সেই রাজ্যের উদীয়মান দাবাড়ু কর্ণজিৎ শীল রেটেড দাবাড়ু তালিকায় নাম তুলে নিলো। শহর দক্ষিনাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের বিবেকানন্দ চেস সেন্টারের প্রথম দাবাড়ু হিসেবে কর্ণজিৎ এই সাফল্য পেলো। মাত্র কয়েক মাস আগে এই দাবা সেন্টারটি চালু হয়। এতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন গৌরব চক্রবর্তী। নিষ্ঠার সাথে কাজের সফলতা পেলেন গৌরব। প্রতি শণি ও রবিবার বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত এই বিবেকানন্দ চেস সেন্টারের দাবার প্রশিক্ষণ চলে। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবিবার বিকালে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দিয়ে কর্ণজিৎ-কে সম্মান জানান। এর সাথে কোচ গৌরব চক্রবর্তীকেও উত্তরীয় পড়িয়ে তার সাফল্যের সম্মান জানান। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই সাফল্যে দারুণ খুশী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের কর্মকর্তারা। সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনে এই সেন্টার রাজ্যকে আরো দাবার প্রতিভা উপহার দেবে। কর্ণজিৎ-এর সাফল্যে খুশী তার কোচ গৌরবও। তিনি জানান এই সেন্টার আগামী দিনে আরো সফল দাবাড়ু রাজ্যকে উপহার দেবে।

সাংবাদিকদের টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট সম্পন্ন, ব্যাডমিন্টন ক্রিকেটের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। দীর্ঘ বছর পর প্রেসক্লাবের টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে নতুন মুখ উঠে এসেছে। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস আঙিনায় নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো দিক। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট - ২০২৫ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে রবিবার টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে থেকে লুডো, চাইনিজ চেকার্স, দাবা, ফুটবল, ক্যারমের পর আজ, টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেটের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। আজ অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেঘধন দেব চ্যাম্পিয়ন এবং নারায়ণ শীল রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্পোর্টস কমিটির সদস্যদের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তৃতা রাখেন সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়। অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায় এবং কার্যকরী সদস্য বিশ্বজিৎ দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিলেন টেবিল টেনিস কোচ আশিস চৌধুরী। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

শৌচাগারে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন কোহলি বিরাটকে নিয়ে অজানা কথা প্রকাশ্যে আনলেন চহল

প্রায় গোটা ভারতীয় ক্রিকেট দল শৌচাগারে গিয়ে কাঁদছে। সেই দলে রয়েছেন বিরাট কোহলিও। এরকম কখনও হয়েছে বলে জানা যায়নি। কিন্তু এমনই নাকি ঘটেছিল ২০১৯ বিশ্বকাপে। সেমিফাইনালে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হারের পর ভারতীয় দলের ক্রিকেটারের ভেঙে পড়েছিলেন। ছ'বছর পর জানিয়েছেন সেই দলে থাকা যুজবেন্দ্র চহল।রাজ শামানির পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন চহল। সেখানে শামানি বলেন, এ বছর আইপিএল জেতার পর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি কোহলি। তখন চহল তাঁদের কান্নার কথা জানিয়ে বলেন, ''২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারের পর কোহলিকে বাথরুমে গিয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম। আমি শেষ ব্যাটার ছিলাম। ব্যাট করতে নামার সময় যখন ওর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন স্পষ্ট দেখেছিলাম ওর চোখে জল। সে দিন প্রায় সকলে বাথরুমে গিয়ে কেঁদেছিল।'' সে দিন কোহলি ১ রানে ট্রেন্ট বোল্টের বলে আউট হয়েছিলেন। ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারার পরেও তিনি কেঁদেছিলেন। ছ'বছর আগের সেই বিশ্বকাপে ভাল খেলেছিলেন চহলও। তবে ফাইনালে তিনিই সবচেয়ে বেশি রান দিয়েছিলেন।

সেই প্রসঙ্গে চহল বলেন, ''ওটা মাহি ভাইয়ের (মহেন্দ্র সিংহ ধোনি) শেষ ম্যাচ ছিল। আমার আরও ভাল খেলা উচিত ছিল। এখনও আক্ষেপ হয়। যদি আর একটু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম, আরও ভাল বল করে ১০-১৫ রান কম দিতাম তা হলে ভাল হত।''চহল আরও বলেন, ''কখনও সখনও এমন হয়। এত দ্রুত সব কিছু ঘটে যায় যে ভাবার সময় থাকে না। সে দিন নিজেকে শান্ত রাখতে পারলে আরও ভাল খেলতে পারতাম। নিজের সেরাটা দিয়েছিলাম। কিন্তু সেমিফাইনালের মতো বড় ম্যাচে আরও ১০-১৫ শতাংশ অতিরিক্ত প্রয়াস দেওয়া দরকার ছিল।''

ডায়মন্ড হারবারের ৮ গোল, ক্লেটনের ৪ ! রোখা যাচ্ছে না অভিষেকের দলকে, ডুরান্ডে উড়ে গেল বিএসএফ

অপ্রতিরোধ্য ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার ডুরান্ড কাপের ম্যাচে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৮-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল বিএসএফ ফুটবল ক্লাবকে। ক্লেটন সিলভা একাই হ্যাটট্রিক-সহ ৪ গোল করেন।কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু থেকে ঝড় তোলে ডায়মন্ড হারবার। খেলার ২ মিনিটে ক্লেটন দলকে এগিয়ে দেন। এর পর ৭ মিনিটের মাথায় ২-০ করেন স্লোভেনিয়ার ফরোয়ার্ড লুকা মাইসেন। এই মরসুমে ডায়মন্ড হারবারে যোগ দেওয়া ক্লেটন নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোল করেন ৩৫ মিনিটে। এর চার মিনিট পর ৪-০ করেন লুকা। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে আট মিনিটের মাথায় ডায়মন্ড হারবারের পঞ্চম গোল করেন পল রামফানজাউভা। ৬৭ মিনিটে ৬-০ করেন জবি জাস্টিন। ৭১ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেন ক্লেটন। সপ্তম গোল করে ফেলে দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার। খেলার ৯০ মিনিটে ব্যবধান কমান বিএসএফ-এর কিশোরী। ৯৩ মিনিটে চতুর্থ গোল করেন ক্লেটন। গোটা ম্যাচে মাঝমাঠে বিএসএফ-কে দাঁড়াতে দেয়নি ডায়মন্ড হারবার। ক্লেটন, মাইসেন, পলের ত্রিফলা আক্রমণে ফালাফেলা হয়ে যায় সেনাবাহিনীর ডিফেন্স। এই জয়ের ফলে গ্রুপ বি-তে দু'ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার। তাদের গোলপার্থক্য ৭। আগামী ৯ অগস্ট মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের ম্যাচ।

লেজেন্ডস লিগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলায় না ধাওয়ানদের, 'অপমানিত' পিসিবি নিল বড় সিদ্ধান্ত !

একসঙ্গে সন্ত্রাস আর খেলা সমান্তরাল ভাবে চলতে পারে না। সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন যুবরাজ সিংরা। যে কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্ব লেজেন্ডস চাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল খেলতে রাজি হননি তাঁরা। কথামতোই নাম প্রত্যাহার করেন শিখর ধাওয়ানরা। আর এই ঘটনার পরই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। জানানো হয়েছে, আগামিদিনে কোনও প্রাইভেট লিগের ক্ষেত্রে দেশের নাম ব্যবহার করা যাবে না।সূচি অনুযায়ী ব্রিটেনে আয়োজিত লেজেন্ডস লিগের সেমিফাইনালে ভারত-পাক দ্বৈরথ হওয়ার কথা ছিল ৩১ জুলাই। যেখানে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে রাজি হয়নি যুবরাজদের ভারতীয় দল। ফলে বিনাযুদ্ধে সরাসরি ফাইনালে উঠে যায় পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স। তবে ভারতের এহেন সিদ্ধান্তের পরই বড় পদক্ষেপ করছে পিসিবি। খবর এমনটাই। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন বোর্ডের কর্তারা। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে সমস্ত প্রাইভেট লিগে পাক দল অংশ নেয়, সেখানে কোনওভাবেই আর দেশের নাম অর্থাৎ 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। অন্য নাম নিয়ে খেলতে হবে দলকে। চলতি লেজেন্ডস লিগে দু'বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলায় আপত্তি দেখিয়েছে ভারত। প্রথমে গ্রুপ পর্বে, পরে সেমিফাইনালে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিখর ধাওয়ান সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, সেমিফাইনাল হোক বা ফাইনাল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্ত বদল হবে না। ধাওয়ানদের এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাবের পরই তারই নড়েচড়ে বসল পিসিবি। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় দল দু'বার খেলতে রাজি না হওয়ায় 'পাকিস্তান' নামটিরও অপমান হয়েছে। আর সেই কারণেই ভবিষ্যতে নামটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি তা ব্যবহারের চেষ্টা করলে আইনি পদক্ষেপও করা হবে বলে খবর। তবে আজ শনিবার, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স নাম নিয়েই ফাইনালের লড়াইয়ে নামবে দল।এখনও পর্যন্ত যা খবর, আসন্ন এশিয়া কাপে পাক দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া। এক্ষেত্রে বিসিসিআই পাকিস্তানকে 'বয়কটে'র রাস্তায় হাঁটতে পারেনি। কিন্তু ধাওয়ানরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, সবার আগে দেশ।

ওভাল টেস্টে আরও বিতর্ক! 'আপনি এ ভাবে কথা বলতে পারেন না', রাহুলের সঙ্গে লেগে গেল আম্পায়ার ধর্মসেনার

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে বিতর্ক থামার কোনও নাম নেই। এ বার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন খোদ আম্পায়ার। শ্রীলঙ্কার আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনার সঙ্গে লেগে গেল কেএল রাহুলের। ওভাল টেস্টের দ্বিতীয় দিন ভারতের জোরে বোলার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং ইংল্যান্ডের ব্যাটার জো রুটের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল। তখন ধর্মসেনার সঙ্গে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন রাহুল। কৃষ্ণের হয়ে কথা বলতে এগিয়ে যান রাহুল। তখনই ধর্মসেনার সঙ্গে তাঁর ঝামেলা লাগে। দেখে নেওয়া যাক দু'জনের মধ্যে কী তর্কাতর্কি হয়েছিল।

রাহুল: আপনি কী চান? আমরা চুপ করে থাকি?ধর্মসেনা: আপনি কি চাইবেন কোনও বোলার আপনার দিকে তেড়ে গিয়ে কথা বলবে? না, এটা করা যায় না। না রাহুল, আমরা এটা হতে দিতে পারি না।রাহুল: আপনি কী চান বলুন তো? শুধু ব্যাট আর বল করে বাড়ি ফিরে যাব?ধর্মসেনা: আমরা এটা নিয়ে ম্যাচের পর আলোচনা করব। আপনি এ ভাবে কথা বলতে পারেন না।ইংল্যান্ডের ইনিংসের ২২তম ওভারে প্রসিদ্ধের একটা বল রুটের ব্যাট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। তা দেখে প্রসিদ্ধ কিছু একটা বলেন রুটকে। পরের বলেই জবাব দেন রুট। পয়েন্ট দিয়ে চার মারেন তিনি। তার পরেই নিজেকে সামলাতে পারেননি রুট। হেঁটে প্রসিদ্ধের কাছে গিয়ে রুটকে কিছু বলতে শোনা যায়। তাঁকে দেখে যথেষ্ট উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সাধারণত রুট এতটা মেজাজ হারান না। প্রসিদ্ধও চুপ ছিলেন না। তিনিও জবাব দেন।

'আমার ছেলেকে আর কী প্রমাণ দিতে হবে?' গম্ভীরদের দিকে আঙুল তুললেন বাংলার অভিমন্যুর বাবা

৯৬১ দিন আগে ভারতের টেস্ট দলে প্রথম ডাক পেয়েছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। প্রায় তিন বছর ধরে দলের সঙ্গে ঘুরলেও অভিষেক হয়নি বাংলার ব্যাটারের। ওভালেও জায়গা পাননি তিনি। পুত্র সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ পিতা। গৌতম গম্ভীরদের দিকে আঙুল তুলেছেন অভিমন্যুর পিতা রঙ্গনাথন ঈশ্বরণ।ওভালে ভারতীয় দলে ফিরেছেন করুণ নায়ার। আরও একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে সাই সুদর্শনকে। তা দেখেই প্রশ্ন তুলেছেন রঙ্গনাথন। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-কে তিনি বলেন, ''আমি এখন আর দিন গুনি না। বছর গুনি। তিন বছর হয়ে গেল ও জায়গা পেল না। একজন ব্যাটারের কাজ কী? রান করা। অভিমন্যু সেটাই করেছে। তার পরেও জায়গা পায়নি। আমার ছেলেকে আর কী প্রমাণ দিতে হবে?''গত বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ছিলেন অভিমন্যু। কিন্তু পাঁচটা টেস্টেই বেঞ্চে বসেছিলেন। ইংল্যান্ডেও সেটাই হল। এই দুই সিরিজের মাঝে ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিমন্যু রান করেছেন। রঙ্গনাথনের প্রশ্ন, সেই রান কি কেউ দেখতে পাচ্ছেন না? রঙ্গনাথন বলেন, ''গত অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ভারত এ দলের হয়ে অভিমন্যু দুটো ম্যাচে রান পায়নি। তাই প্রথম একাদশে ঢুকতে পারেনি। মানলাম। কিন্তু সেই সিরিজ ও ইংল্যান্ড সিরিজের মাঝে দলীপ ও ইরানি ট্রফিতে ও ৮৬৪ রান করেছে। সেখানে তো করুণ খেলার সুযোগ পায়নি। তার মানে অভিমন্যুর করা রান কোনও গুরুত্ব পেল না।''রঙ্গনাথন জানিয়েছেন, বার বার অবহেলিত হওয়ায় অভিমন্যু হতাশ হয়ে পড়ছেন।

সেটা দেখে তাঁর খারাপ লাগছে। পাশাপাশি আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখে কাউকে টেস্ট দলে জায়গা দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি। রঙ্গনাথন বলেন, ''ওরা করুণকে সুযোগ দিল। ও রঞ্জিতে ৮০০-র উপর রান করেছে। তাই নির্বাচকেরা ওর উপর ভরসা দেখিয়েছে। মেনে নিলাম। কিন্তু বার বার সুযোগ না পেয়ে আমার ছেলে হতাশ হয়ে পড়ছে। কয়েক জন আইপিএলে খেলে দলে ঢুকে যাচ্ছে। টেস্টের দল নির্বাচনের সময় আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখাই উচিত নয়। রঞ্জি, দলীপ, ইরানি দেখে সুযোগ দেওয়া উচিত।'' গত আইপিএলে কমলা টুপির মালিক সাই সুদর্শন টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন। কিন্তু বড় রান করতে পারেননি তিনি। নাম না করে হয়তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন রঙ্গনাথন।ঘরোয়া ক্রিকেটে ১০৩ ম্যাচে ৭৮৪১ রান করেছেন অভিমন্যু। ৪৮.৭০ গড়ে ২৭ শতরান ও ৩১ অর্ধশতরান করেছেন তিনি। গত ১০ ইনিংসে তিনি যথাক্রমে অপরাজিত ১২৭, ১৯১, ১১৬, ১৯, অপরাজিত ১৫৭, ১৩, ৪, অপরাজিত ২০০, ৭২ ও ৬৫ রান করেছেন। অর্থাৎ, গত ১০ ইনিংসে একটা দ্বিশতরান, চারটে শতরান ও দুটো অর্ধশতরান করেছেন বাংলার ব্যাটার। তার পরেও ভারতীয় দলে ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন তিনি। এটাই মানতে পারছেন না তাঁর বাবা।

ভারতীয় ফুটবলে নতুন কোচ, দেশের খালিদের নামেই সিলমোহর, সুনীলদের নতুন কোচ ঘোষণা ফেডারেশনের

জল্পনার অবসান। ভারতীয় ফুটবল দলের নতুন কোচ হলেন খালিদ জামিল। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান-সহ আইএসএলের বেশ কয়েকটি দলকে কোচিং করানো খালিদের উপরই ভরসা রাখল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে খালিদকে নিয়োগের কথা জানিয়েছে ফেডারেশন।মানোলো মার্কেজ সরে যাওয়ার পর থেকে ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের পদ ফাঁকা ছিল। বিজ্ঞাপন দিয়ে কোচের আবেদনপত্র চাওয়ার পর কয়েক দিন আগে তিন জনের নাম চূড়ান্ত করে ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি। গত ২৮ জুলাই এআইএফএফ জানায়, ১ অগস্ট নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হবে। সেই মতো শুক্রবার সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে এআইএফএফ লিখেছে, ''টেকনিক্যাল কমিটির উপস্থিতিতে এআইএফএফর এক্সিকিউটিভ কমিটি ভারতীয় পুরুষ দলের নতুন কোচ খালিদ জামিলের নিয়োগ অনুমোদন করেছে।'' এ দিন দিল্লিতে টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠকে খালিদের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে ছিলেন স্টিফেন কনস্টানটাইন এবং স্টেফান তারকোভিচ। তবে ফেডারেশন কর্তারা দেশীয় কোচের দিকেই ঝুঁকে ছিলেন। কারণ এই মুহূর্তে ফেডারেশন আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে। তাই প্রচুর টাকা দিয়ে বিদেশি কোচ রাখা কঠিন।আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এবং জামশেদপুর এফসি-তে সফল ভাবে কোচিং করিয়েছেন খালিদ। অতীতে আইজলকে আই লিগ জিতিয়েছেন। সেপ্টেম্বরে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে দু'টি ম্যাচ রয়েছে ভারতের। ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে খালিদের প্রথম পরীক্ষা এই ম্যাচ দুটোই। দীর্ঘ দিন কোচিং করানোয় খালিদ প্রায় সব ফুটবলারকেই চেনেন। এই সুবিধা নিয়েই জাতীয় দলের কোচ হিসাবে যাত্রা শুরু করতে পারবেন।

টেস্ট দলে দেড় বছর ব্রাত্য, লাল বলের ক্রিকেটে খেলবেন শ্রেয়স, কোন দলে সুযোগ পেলেন তিনি ?

ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগ পেলেও লাল বলের ক্রিকেটে অনেক দিন ধরেই নেওয়া হচ্ছে না শ্রেয়স আয়ারকে। বাধ্য হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেই মন দিতে চাইছেন তিনি। দলীপ ট্রফিতে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই ইচ্ছেকে মর্য্যাদা দিয়ে তাঁকে দলেও নিয়েছেন নির্বাচকেরা। পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে খেলবেন শ্রেয়স।শুক্রবার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই দলের নেতৃত্বে শার্দূল ঠাকুর। শ্রেয়স ছাড়াও ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা যশস্বী জয়সওয়ালকে নেওয়া হয়েছে। আছেন সরফরাজ খান, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও। সৌরাষ্ট্রের হার্ভিক দেসাই এবং মহারাষ্ট্রের সৌরভ নাওয়ালে উইকেটকিপার। এ বারই আঞ্চলিক ফরম্যাটে ফিরে গিয়েছে দলীপ ট্রফি।এ দিন দল ঘোষণার আগেই মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা জানিয়েছিলেন, শ্রেয়স নিজেই খেলার কথা জানিয়েছিলেন। দেশের হয়ে ১৪টা টেস্ট খেলেছেন শ্রেয়স। একটা শতরান এবং পাঁচটা অর্ধশতরান রয়েছে। কিন্তু ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ড সিরিজের পর আর ভারতের হয়ে খেলেননি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতাতে ভূমিকা নিয়েছেন।শ্রেয়সের অধিনায়কত্বে আইপিএল ফাইনালে উঠেছিল পঞ্জাব কিংস। তবে ইংল্যান্ড সিরিজের দলে জায়গা পাননি। নির্বাচকেরা আস্থা রেখেছেন করুণ নায়ারের উপরে। ওভালে প্রথম ইনিংসে অর্ধশতরান করা ছাড়া করুণ বিশেষ কিছু করে দেখাতে পারেননি। ফলে সিরিজের মাঝেই ভারতের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার জানিয়েছিলেন, শ্রেয়সের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে নেওয়া উচিত ছিল।

ইংল্যান্ডের সুবিধা করে দিচ্ছেন আম্পায়ার ! ওভালে ধর্মসেনার কাজে প্রশ্ন ভারতের প্রাক্তন কোচের

আম্পায়ার কি সুবিধা করে দিচ্ছেন ইংল্যান্ডের? অন্তত কুমার ধর্মসেনাকে নিয়ে সেই প্রশ্নই উঠেছে। প্রশ্ন তুলেছেন সঞ্জয় বাঙ্গার। ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচের মতে, ইংল্যান্ডের সুবিধা করে দিচ্ছেন তিনি। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে বিতর্ক।ঠিক কী হয়েছে ওভালে? প্রথম দিন ভারতের ইনিংসের ১৩তম ওভারে ইংল্যান্ডের জশ টংয়ের একটা বল সাই সুদর্শনের প্যাডে লাগে। কিন্তু তার আগে বল ব্যাটের কানায় লাগে। বলের আঘাতে পড়ে যান সুদর্শন। ফলে খালি চোখে ধরা মুশকিল ছিল যে বল ব্যাটে লেগেছে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করতে থাকেন। ধর্মসেনা আউট দেননি। পাশাপাশি তিনি হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেন, বল ব্যাটে লেগেছে।যে হেতু খালি চোখে ততটা বোঝা যায়নি যে বল ব্যাটে লেগেছে, ইংল্যান্ড রিভিউ নিতে পারত। কিন্তু ধর্মসেনার ইশারার পর তারা আর রিভিউ নেয়নি। সেখানেই আপত্তি বাঙ্গারের। তাঁর মতে, ধর্মসেনার কোনও দরকার ছিল না ইশারা করার। তাতে ইংল্যান্ডের সুবিধা হল। তারা রিভিউ নিলে তা হারাতে হত। সেটা হল না।সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় বাঙ্গার বলেন, ''এই অভ্যাসগুলো ভাল নয়। ইশারায় বোঝানোর কোনও দরকার ছিল না। ধর্মসেনা যখন আম্পায়ারিং শুরু করেছিলেন তখন ডিআরএস ছিল না। তখন নিজের সিদ্ধান্তের পাশে যুক্তি দিতে হত। কিন্তু এখন তো ডিআরএস আছে। তাই বোলিং দলকে ইশারা করার কোনও মানেই নেই। ওদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া উচিত। ধর্মসেনা এটা ঠিক করেননি। উনি ইংল্যান্ডের সুবিধা করে দিয়েছেন।'' ধর্মসেনার এই সিদ্ধান্তের ভিডিয়ো ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। ভারতীয় সমর্থকেরাও এতে আপত্তি জানিয়েছেন। অনেকের প্রশ্ন, এই ধরনের ইঙ্গিত করার অধিকার কি আম্পায়ারদের রয়েছে? ফলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।ক্রিকেটে এখন ডিআরএসের গুরুত্ব অনেক। টেস্টে প্রতি ইনিংসে তিনটে করে ডিআরএস থাকে। যদি ইংল্যান্ড ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিভিউ নিত, তা হলে তাদের একটা রিভিউ নষ্ট হত। সে ক্ষেত্রে আর দুটো রিভিউ বেঁচে থাকত তাদের। পরবর্তীতে রিভিউ নেওয়ার আগে ওলি পোপকে অনেক ভাবতে হত। কিন্তু ধর্মসেনার জন্য তা হল না। এতেই আপত্তি বাঙ্গারের।

রবিবার বাংলাদেশের হাইকমিশনার আগরতলায় ত্রিপুরার রাজ্যপালের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

খেলোয়াড়দের সাথে কোনও রাজনীতি নয় শুধু মেধার মর্যাদা দিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ আগস্ট: চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার ধলাই জেলার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, খেলোয়াড়দের সাথে কোনও ধরণের রাজনীতি হওয়া উচিত নয়। প্রকৃত খেলোয়াড়দের তুলে আনতে মেধাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

কমলপুরে কে সি গার্লস স্কুল ময়দানে নবনির্মিত ক্রিকেট গ্রাউন্ড এবং টিসিএ বনাম বেঙ্গল টাইগার্সের টি১০ প্রদর্শনী ম্যাচের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটা সত্যিই একটা খুশির দিন। বিশেষ করে কমলপুর মহকুমার মানুষের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের দিন। আমি যখন টিসিএর সভাপতি ছিলাম, তখন আমি শুনেছি যে এই স্টেডিয়ামটি ২০১৭ সালে গোঁজামিল দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। সেই বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ে আমি এটি দুই থেকে তিনবার পরিদর্শন করেছি। এটি একটি অপরিকল্পিত উপায়ে নির্মাণ করা হচ্ছিল। আমি যারা এই নির্মাণ কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং যথাযথভাবে তৈরি করতে বলি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রিকেটকে ঘিরে নানা ধরনের রাজনীতি ছিল। এমন অনেক ভালো প্লেয়ার ছিলেন, যারা খুব ভালো ক্রিকেট খেলতেন। যদিও রাজনীতির কারণে তাদের কখনও সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। সব জায়গায় রাজনীতি করা হয়েছিল তখন। রাজনীতির পরিচয় দেখে ক্রিকেটে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এমনই কয়েকজন ছিল যাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে দেওয়া হয়েছিল শুধু পার্টির জোরে। কারণ সবকিছুতে নিজেদের লোক দেখে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তখন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের সাথে যাতে কোন রাজনীতি না হয় সেটা অগ্রাধিকার দিয়েছে আমাদের সরকার। আমরা মেধাকে শ্রদ্ধা করি। এখন সেই দিশা নিয়ে খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন (টিসিএ)। এজন্য টিসিএকে ধন্যবাদ জানাই। খেলোয়াড় বাছাইয়ের সময়ে আমরা মেধাকে মর‍্যাদা দিই, এক্ষেত্রে রাজনীতির পরিচয় দেখা হয় না। আমরা সরকারি চাকরি প্রদান করার ক্ষেত্রেও মেধা ও স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিয়েছি। আর বিরোধীদের কাজ হচ্ছে সরকারের ইতিবাচক কাজগুলি নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এধরণের স্টেডিয়াম আরো নির্মাণ করার উদ্যোগ নেবে। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিভার অভাব নেই, তবে অনুশীলন অপরিহার্য। আর রাজ্যে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নির্মাণের সময়ও রাজনীতি করা হয়েছিল। সিপিএম সরকার সমস্যা তৈরিতে মাস্টার ছিল এবং আমরা সেই সমস্যাগুলি সমাধান করছি। সম্প্রতি, এমবিবি স্টেডিয়ামে একটি ইভেন্ট হয়েছিল এবং আমাকে বলা হয়েছে যে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন হবে। তখন আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়রা এখানে আসবেন এবং খেলবেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। রাজ্যে ৯টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরি করা হয়েছে। ফুটবল মাঠের পাশাপাশি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্রিকেট মাঠও তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে ১০০ জন শারীর শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩০০ জন শারীর শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব এবং ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট উপানন্দ দেববর্মা এবং কমলপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজেন্দ্র দাস। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী আজ কমলপুর ক্রিকেট মাঠে বেঙ্গল টাইগার ও ত্রিপুরা ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টি-১০ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, টিসিএর সহ সভাপতি উপনন্দা দেববর্মা, টিসিএর সচিব সুব্রত দে, উপদেষ্টা তপন লোধ, ধলাই জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৩ আগস্ট: মাঝ রাস্তা থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চড়িলাম বাথানবাড়ী পঞ্চায়েত এলাকার শিকড়িয়া বাথানমুড়া লেম্বুথল এলাকায় পথ চলতি সাধারণ মানুষ অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তারা মাঝ রাস্তা থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন।

মৃত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মাঝ রাস্তা থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।।

অল ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ডাগিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: অল ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ডাগিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় একটি বেসরকারি হোটেলে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেব রায় সহ অন্যান্যরা।

বহি:রাজ্য থেকে আগত রাষ্ট্রীয়স্তরের নেতৃত্বরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রবিবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে অল ত্রিপুরা কেমিস্ট্যান্ট ড্রাগেস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, ঔষধ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত এবং কিভাবে মানুষের মধ্যে পরিষেবা আরো সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় এসব বিষয় নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

পূর্ব যোগেন্দ্রনগরস্থিত ইয়ং স্টার প্লে ফোরাম এন্ড অর্গানাইজেশন এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট:রবিবার পূর্ব যোগেন্দ্রনগরস্থিত ইয়ং স্টার প্লে ফোরাম এন্ড অর্গানাইজেশন এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব যোগেন্দ্রনগর স্থিত ইয়ং স্টার প্লে ফোরাম এন্ড অর্গানাইজেশন এর দ্বি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিন পূর্ব যোগেন্দ্রনগরস্থিত নেতাজী সুভাষ কলোনী হাই স্কুলের সভা গৃহে হয় এই অনুষ্ঠান।

এদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ এবং নেতাজি সুভাষ কলোনী হাই স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক ভবতোষ দাস এবং এলাকার সমাজসেবী সুশান্ত রায় সহ অন্যান্য। আজকের এই সম্মেলনে আগামী দিনের ক্লাবের সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তর আলোচনা হবে বলে জানান ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ।

আগামী ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: আগামী ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের নয়টি সাংগঠনিক জেলায় বিভিন্নভাবে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন করা হবে। এছাড়াও ২৩ আগস্ট এডিসি দিবস পালন করা প্রত্যেকটি ব্লক এলাকায়। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শব্দকুমার জমাতিয়া। ৯ আগস্ট এবং ২৩ আগস্ট কর্মসূচি মধ্যে দিয়ে জনজাতি অংশের মানুষকে সচেতন করা হবে বলে জানান তিনি।

আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, গত কয়েক বছর যাবত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত সমীক্ষক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের সব কয়টি রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছর যাবত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত সমীক্ষক সংস্থা কেয়ারের দেশের সব কয়টা রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো, আর্থিক সমৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে সমৃদ্ধির হার, মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ প্রধানত এই বিষয় সমূহের রাজ্যগুলির অবস্থা বিচার বিশ্লেষনের নিরিখে কেন্দ্রীয় সরকারকে রিপোর্ট দাখিল করে ২০২৫ সালের রিপোর্টে ১০০ পয়েন্টের স্কোর নির্ধারিত করে রাজ্যগুলিকে দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ কর, এ ক্যাটাগরি বড় রাজ্য গুলি ৪ ক্যাটাগরিতে আমাদের রাজ্যসহ ছোট ছোট ১১ টি রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে আমাদের রাজ্যের অবস্থা ১০০ পয়েন্টের মধ্যে রাজ্যের স্কোর ৩৪.২ পয়েন্ট ১১ টির মধ্যে সর্বশেষ ১১ তম রাজ্য।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ২০২৪-২৫ সালের ভারতের ছোট বড় সবকটি রাজ্যের মান নির্ণয়ে উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে বেছে নেওয়া ৩ টি ক্যাটাগরি যেমন স্বচ্ছলিনা শহর, স্বচ্ছ শহর বা প্রমিসিং স্বচ্ছ শহর এর বিচারে বেছে নেওয়া দেশের একাত্তরটি শহরের মধ্যে আমাদের গর্বের স্মার্ট সিটি আগরতলার স্থান নেই, শুধু প্রমিসিং স্বচ্ছ শহর হিসাবে খোয়াই স্থান করে নিয়েছে। ২০২৪ মার্চে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন স্মার্ট সিটির বরাদ্দ ৫৪১ কোটি টাকার ৬৫ টি প্রকল্পের ৫৮টি সম্পন্ন হওয়ায় ৪৫৯ কোটি টাকা ব্যয় এবং এবছর এপ্রিলে জানায় এই প্রকল্পে ৯৫ শতাংশ কাজই সম্পন্ন।

তিনি আরো বলেন, দেশে বর্তমানে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা ১২ কোটি যা মোট জনসংখ্যা ৮.৬ জনগণনাতে কাটচুপি করার লক্ষ্যে আদিবাসীদের মুসলিম জইন শীক এদের সাথে না রেখে অন্যান্যদের সাথে রাখা হয়েছে। ২০ বছর পূর্বে বনধিকার আইনের ২৩ সালে সংশোধন করার ফলে ৬৮০০০ পরিবার সংরক্ষিত এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে, দেশের ৭০ শতাং খনি প্রকল্প আদিবাসী এলাকায় থাকার ফলে এদের জীবনে গভির সংকট দেখা দিয়েছে। ন্যাশানেল ক্রাইম বিউরো রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন দেশে গড়ে প্রতিদিন ১১ জন আদিবাসী মহিলা ধর্ষিতা বা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের শূন্য পদে ৯৮০০০ আদিবাসীদের সংরক্ষিত শূন্য পদ খালি, আধা সরকারি দপ্তরের ৪৩৪১৪, রেলে ৩৪৫০০, বর্তমানে আঘাত সরকারি সংস্থায় আদিবাসীদের সংরক্ষিত পদ মাত্র ৩ শতাংশ আমাদের রাজ্যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আদিবাসীদের সংরক্ষিত শূন্য পদের সংখ্যা ১৭৫০ টি।

খোয়াইয়ে তপন চক্রবর্তীর শহীদান দিবসে ডিওয়াইএফআই-টিওয়াইএফ-এর রক্তদান শিবির, উদ্বোধনে মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ আগষ্ট।। শহীদ কমরেড তপন চক্রবর্তীর ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে খোয়াইয়ে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর যৌথ উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রোববার দুপুর ১২টায় খোয়াই সিপিএম জেলা কার্যালয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

রক্তদান শিবিরে প্রথমেই রক্তদাতাদের সঙ্গে কথা বলেন মানিক সরকার। এরপর তিনি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শহীদ কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ তপন চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন মানিক সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সভাপতি পলাশ ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক পদ্ম কুমার দেববর্মা, খোয়াই মহিলা বিভাগের সভানেত্রী মল্লিকা শীল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ডিওয়াইএফআই-এর প্রাক্তন সভাপতি তপন চক্রবর্তীর আত্মত্যাগ ও আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তা দিতেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা। উল্লেখ্য, প্রতি বছরই এই দিনে শহীদ দিবস উপলক্ষে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বরজলায় ‘দ্য হোপ’-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু শিবির, উপস্থিত ছিলেন মেয়র ও জেলাশাসক

আগরতলা, ৩ আগস্ট : আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের (ফেকো সার্জারি) লক্ষ্যে ‘দ্য হোপ’-এর ব্যবস্থাপনায় এবং অবলম্বন সামাজিক সংস্থার সহযোগিতায় একটি মেঘা চক্ষু স্ক্রিনিং শিবিরের আয়োজন করা হয়। বরজলা এলাকার ‘আপন ঘর’ বৃদ্ধা আশ্রমে আয়োজিত এই স্বাস্থ্যশিবিরে প্রবীণ নাগরিকদের চোখ পরীক্ষা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়। এই জনহিতৈষী উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার এবং স্থানীয় কাউন্সিলর জগদীশ দাস। তারা শিবির ঘুরে দেখেন ও অংশগ্রহণকারী প্রবীণদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য, চক্ষু সংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষ করে ছানি, প্রবীণদের মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা। এই ধরনের উদ্যোগ এলাকার বহু মানুষের কাছে আলোর আশার বার্তা নিয়ে আসে। আয়োজক সংস্থা এবং চিকিৎসক দল জানিয়েছেন, যারা স্ক্রিনিংয়ে নির্বাচিত হবেন, তাদের উন্নত প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফেকো সার্জারি করানো হবে।

বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে দুঃসাহসিক চুরি, তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ৩ আগস্ট: বাড়ির সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। আলমারি ভেঙ্গে ভেতরে থাকা ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং বিভিন্ন স্বর্ণালংকা নিয়ে গেছে চোর। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জানা যায়, গতকাল রাতে উদয়পুর মহকুমায় চন্দ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত সূত্রধর পরিবার নিয়ে নিকট আত্মীয় বাড়ীতে যান। রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। আজ সকালে বাড়িতে এসে দেখতে পান ঘরের দরজা ভাঙ্গা। ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন ঘরের ভেতরে সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলে গেছে চোর। আলমারি ভেঙ্গে ভেতরে থাকা ৫০০০০ টাকা নগদ এবং বিভিন্ন স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে চোর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন রাধাকিশোরপুর থানায়। পুলিশ এসে একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকাতে এর আগেও এ ধরনের চুরি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা বর্ধিত না করা হলে শহরে এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে শহরের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

রক্তদান জীবন দান২৩তম বর্ষে অরুণোদয় সংঘের রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৩ আগস্ট: “রক্তদান জীবন দান” এই মানবিক স্লোগানকে সামনে রেখে অরুণোদয় সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। ধারাবাহিকভাবে ২৩ বছর ধরে এই ক্লাব সমাজের স্বার্থে রক্তদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।

এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী, রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, এলাকার কর্পোরেটর, ক্লাব সদস্য ও বহু স্বেচ্ছাসেবক। শিবিরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রক্তের প্রয়োজনে মানুষ যখন বিপদের মুখে পড়ে, তখন এই ধরনের স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি জীবন বাঁচানোর অন্যতম উপায় হয়ে ওঠে।

অরুণোদয় সংঘের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান, প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয় এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের উৎসাহজনক অংশগ্রহণে এটি সফল হয়।

চড়িলাম আড়ালিয়া বাজার এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কারের দাবি

আগরতলা, ৩ আগস্ট: চড়িলাম আড়ালিয়া বাজার এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

স্থানীয়রা জানান, চড়িলাম আড়ালিয়া বাজার এলাকা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে ভগ্নদশায় পড়ে আছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে। জলে কাদায় একাকার হয়ে থাকে রাস্তাটি। পাশেই রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়। ছোট ছোট কচিকাঁচা শিশুরা এ রাস্তা ধরে যাতায়াত করতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। ফলে অভিভাবকদের কাঁধে করে তাদের রাস্তা পারাপার করাতে হচ্ছে। এলাকার যানচালক থেকে শুরু করে পথচারী প্রত্যেকেই এই সমস্যার শিকার। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তারা স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানিয়েছেন।

জলে ডুবে মৃত্যু ৩ বছরের শিশুর

বক্সনগর, ৩ আগস্ট: পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল ৩ বছরের এক শিশুর। মৃত শিশুর নাম ফরহাদ হোসেন(৩), পিতা --- জালাল উদ্দিন। তাদের বাড়ি বক্সনগরের আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ির পাশের এক পুকুরে পড়ে যায় ফারহাদ। বাড়িতে তাকে খুঁজে নিয়ে না পেয়ে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কোথাও খুঁজে না পেয়ে তার বাবার সন্দেহ হলে পুকুরে নেমে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখনই পুকুর থেকে উদ্ধার হয় তার নিথর দেহ। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ফারহাদ এর মৃত্যুর ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসাবধানতার জেরে খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে যায় ফারহাদ। আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে ওই ছোট্ট শিশুটির।

উত্তর চড়িলামে গাড়ির চাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

বিশালগড়, ৩ আগস্ট: গভীর রাতে ফের চাকা চুরির ঘটনায় উত্তপ্ত উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইবাড়ি এলাকা। শনিবার গভীর রাতে একটি বলেরো গাড়ির তিনটি চাকা চুরি যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। চুরি যাওয়া গাড়িটির মালিক লিটন সাহা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লিটন সাহার মালিকানাধীন দুটি বলেরো গাড়ির মধ্যে একটির চাকা খুলে নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। এই ঘটনার প্রায় দেড় মাস আগেও একই গাড়ি থেকে দুইটি চাকা চুরি গিয়েছিল বলে দাবি করেন লিটনবাবু। রবিবার বিকেলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লিটন সাহা ও তার স্ত্রী অভিযোগ করেন, বিশালগড় থানা পুলিশের কোনো রকম টহলদারি নেই বলেই এই ধরনের চুরির ঘটনা বারবার ঘটছে। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় বেড়ে চলেছে বিভিন্ন নেশায় আসক্ত যুবকদের আনাগোনা। তারাই এই চুরি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন এবং দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপ্তি হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ আগস্ট: বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে গত পাঁচই জুলাই ২০২৫ থেকে শুরু হয় প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরে। আজও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর আসার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কাজ থাকায় আসতে পারেন নি, তারপর ও উনার ভাষণ মোবাইলে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেন এবং সঙ্গে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী খেলার শ্রী বৃদ্ধি কামনা করে উদ্যোক্তা তথা ওরিয়েন্টাল ক্লাবের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

একমাস ব্যাপি চলা এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি হলো আজ। রবিবার ছিল এই টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল ম্যাচ। ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সায়ন্তন দত্ত খেলা শুরু হওয়ার আগে স্বাগত ভাষণ রাখেন। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় মর্নিং স্টার বনাম রিয়েল ফ্রেন্ডস। ৩-১ গোলে মর্নিং স্টার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাসিল করে নেয় রিয়েল ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে। বিকেল চারটা থেকে শুরু হয় ফাইনাল টুর্ণামেন্ট। কানায় কানায় দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল বিদ্যাপিঠ মাঠ। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে এই টুর্নামেন্ট যাতে সম্পন্ন হয় আরক্ষা প্রশাসন ও ক্লাব কর্মকর্তাদের নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। টান টান উত্তেজনা ছিল ফাইনাল ফুটবল টুর্ণামেন্টের ম্যাচে। খেলা সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কোন দলই গোল করতে পারে নি। ট্রাইবেকারে ৩-১ গোলে জয়ী হয় মর্নিং স্টার। এরপর উপস্থিত অতিথিগন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও রুপোর শিল্ড সহ নগদ এক লক্ষ টাকা মর্নিং স্টার দল কে এবং রানার্স ট্রফি ও নগদ সত্তর হাজার টাকা রিয়েল ফ্রেন্ডসের হাতে তুলে দেন। এছাড়া বেস্ট অফ দা প্লেয়ার ও বেস্ট অফ দা গোলকিপার (মর্নিং স্টার) দলের ধনঞ্জয় অধিকারীর হাতে ট্রফি তুলে দেন অতিথিগন। এই দিনের আয়োজিত ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলা ফ্রু মগ ও প্রমোদ প্রমোদ রিয়াং ,দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, পুরসভার চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ সহ অন্যান্য অতিথিগন।

জনকল্যাণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১১ বছরের কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রচারে বিজেপি

আগরতলা, ৩ আগস্ট: জনকল্যাণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১১ বছরের কার্যপ্রণালী নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছে বিজেপি। আজ ১৩ প্রতাপগড় মন্ডলের ৪২ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ২৩ নম্বর বুথে জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করলেন বিজেপি সদর শহর জেলার সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১১ বছরের জনকল্যাণের বিভিন্ন কাজের খতিয়ান নিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন বিজেপির নেতৃত্বরা। লিফলেট এর মাধ্যমে ১১ বছরের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পগুলি প্রচারে আনছেন। একইভাবে এদিন প্রতাপগড় এলাকায় বিভিন্ন জনগণের কাছে পৌঁছে গিয়ে ১১ বছরের কার্যপ্রণালী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিজেপি নেতৃত্বরা। এদিন সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দেখা করে লিফলেট তুলে দিয়েছেন নেতৃত্বরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas